নজরুল গীতিকা

নজরুল ইসলাম

শরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী এণ্ড সন্স
২১, নন্দকুমার চৌধুরী লেন, কলিকাতা

প্রকাশক — শ্রীকালীকৃষ্ণ চক্রবর্ত্তী
শরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী এণ্ড সন্স
২১, নন্দকুমার চৌধুরী লেন, কলিকাতা

মূল্য দেড় টাকা

প্রিণ্টার—শ্রীমনোরঞ্জন
কালিকা প্রেস
২১, নন্দকুমার চৌধুরী লেন, কলিকা

উৎসর্গ

আমার গানের বুলবুলিরা,

আমার বনের কুহু কেকা !

পাঠাই সবুজ পাতায় ভ'রে

মোর কাননের কুসুম-লেখা।

তোমাদেরি সুর্-সোহাগে

তোমাদেরি অনুরাগে

আমার কাঁটা-কুঞ্জে আজো

সন্ধ্যামণি গোলাব জাগে

তোমাদেরে নজ্‌রানা দিই

সেই কুসুমের গন্ধ-গীতি,

শিশির সম জড়িয়ে থাকুক

আমার গানে সবার স্মৃতি।
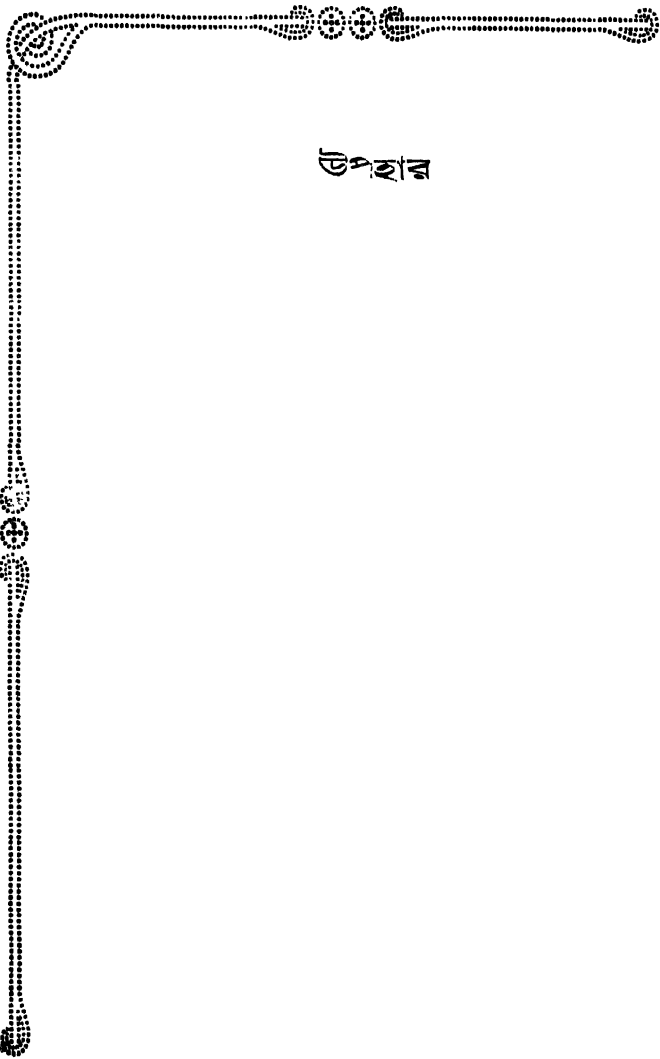
কলিকাতা
ভাদ্র, ১৩৩৭।

নজ্‌রুল্ ইস্‌লাম

গ্রন্থকার প্রণীত

রুবাইয়াৎ-ই-হাফিজ

ত্রিবর্ণে চিত্রিত সুন্দর কাব্য-গ্রন্থ
চারিবর্ণের প্রচ্ছদপটে সুশোভিত
উপহার যোগ্য। দাম দুই টাকা

উপহার

সূচীপত্র

জাতীয় সঙ্গীত

ঠুংরী

হাসির গান

বাউল-ভাটিয়ালী

টপ্পা

খেয়াল

গজল

ধ্রুপদ

কীর্ত্তন

নজরুল-গীতিকা

ওমর খৈয়াম-গীতি

সিন্ধু কাফি—কাওয়ালী

স্বজন-ভোরে প্রভু মোরে স্বজিলে গো প্রথম যবে।
(তুমি) জান্‌তে আমার ললাট-লেখা, জীবন আমার
কেমন হবে॥

তোমারি সে নিদেশ প্রভু,
যদিই গো পাপ করি কভু,
নরক-ভীতি দেখাও তবু, এমন বিচার কেউ কি স'বে॥

করুণাময় তুমি যদি দয়া কর দয়ার লাগি'
ভুলের তরে "আদমেরে" করলে কেন স্বর্গ-ত্যাগী!

ভক্তে বাঁচাও দয়া দানি'
সে ত গো তার পাওনা জানি,
পাপীরে লও বক্ষে টানি' করুণাময় কইব তবে॥

———

ভৈরোঁ—কাওয়ালী

পিও শারাব পিও !
তোরে দীর্ঘ সে কাল গোরে হবে ঘুমাতে।
সে তিমির-পুরে
তোর বন্ধু স্বজন প্রিয়া রবেনা সাথে ॥
পিও নিমেষ-মধু !
পুনঃ গাহিবনা কা'ল আজি যে গীত গাহি।
শোনো শোনো মোর গান—
'রাতে শুকাল যে গুল্ হাসিবেনা সে প্রাতে' ॥
ওরা কহিছে সদাই—
'পাবি মোহিনী হুরী, শোনো আমার বাণী—
ওরে মধুরতর
এই আঙুর-পানি এই পান্‌শালাতে ॥
ধর্ নগ্‌দা যা পাস্
মিছে র'স্‌নে ব'সে বাকী পাওনা আশায়,
দূরে মৃদং বাজে
শুধু ফাঁকা আওয়াজে তোর মন ভোলাতে' ॥

———

ভীমপলশ্রী—দাদ্‌রা

কানন গিরি সিন্ধু-পার ফির্‌নু পথিক দেশ-বিদেশ।
ভ্রমিনু কতই রূপে এই সৃজন ভুবন অশেষ॥
তীর্থ-পথিক এই পথের ফিরিয়া এলনা কেউ,
আজ এ পথে যাত্রা যার, কা'ল নাহি তার চিহ্ন লেশ॥
রাত্রি দিবার রংমহল্ চিত্রিত এ চন্দ্রাতপ,
দু'দিনের এ পান্থবাস এই ভুবন—এ সুখ-আবেশ॥
ভোগ-বিলাসী "জম্‌শেদের" জল্‌সা ছিল এই সে দেশ,
আজ শ্মশান, ছিল যথায় "বহ্‌রামের" আরাম আয়েশ॥

জমশেদ, বহরাম—ইরাণের ভোগ-বিলাসী সম্রাট্। জম্‌শেদ প্রথম শারাব সাকীর প্রবর্ত্তন করেন।

ভূপালী মিশ্র—কাহার্‌বা

আজ বাদে কাল আস্‌বে কি না
কে জানে ভাই কে জানে।
ভোল্ রে ব্যথা বেদন-আতুর,
লাল শারাব-ভরপূর-প্রাণে ॥
ঝর্‌ছে শারাব জ্যোৎস্না-উজল,
হাস্‌তেছে চাঁদ ঝলমল্,
কাল্‌কে এ চাঁদ খুঁজবে বৃথাই,
হারিয়ে যাব কোন্‌খানে ॥
প্রেমিক যত আমার মত
মদের রঙে হোক রঙীন্,
হোক দীওয়ানা মস্‌ত্ নেশায়
নিমেষ-সুখের সন্ধানে ॥
এম্‌নি চোখে হেরি ধরায়
দুঃখ ব্যথার অন্ত নাই,
কা'লের কথা আজ ভুলে যাই
দুখ-ভুলানো মদ পানে ॥

ভৈরবী—কাওয়ালী

তরুণ প্রেমিক ! প্রণয়-বেদন
জানাও জানাও বে-দিল্ প্রিয়ায় ।
ওগো বিজয়ী ! নিখিল-হৃদয়
কর কর জয় মোহন মায়ায় ॥
নহে ঐ এক হিয়ার সমান
হাজার কা'বা হাজার মস্‌জিদ্ ॥
কি হবে তোর কা'বার খোঁজে,
আশয় তোর খোঁজ্ হৃদয়-ছায়ায় ॥
প্রেমের আলোয় যে দিল্ রৌশন্
যেথায় থাকুক সমান তাহার—
খোদার মস্‌জিদ্, মূরত্-মন্দির,
ঈসাই-দেউল, ইহুদ্-খানায় ॥
অমর তার নাম প্রেমের খাতায়
জ্যোতির্লেখায় রবে লেখা,
নরকের ভয় করেনা সে,
থাকেনা সে স্বরগ-আশায় ॥

ঈসাই-দেউল—গির্জ্জা। ইহুদখানা—ইহুদীদের উপাসনা-মন্দির ॥ কাবা—মুসলমানদের তীর্থ-মন্দির। দিল্—হৃদয়। রৌশন—উজ্জ্বল।

———

পিলু—কার্ফা

যেদিন লব বিদায় ধরা ছাড়ি' প্রিয়ে।
ধুয়ো "লাশ" আমার লাল পানি দিয়ে॥
শেয়্‌র্‌ ঃ—শারাবী জম্‌শেদী গজল "জানাজা"য়
গাহিও আমার,
দিবে গোর খুঁড়িয়া মাটী খারাবী ঐ শারাব-খানার
"রোজ-কিয়ামতে" তাজা উঠ্‌ব জিয়ে॥
শেয়্‌র্‌ ঃ—এমনি পিইব শারাব
ভেসে যাব তাহার স্রোতে,
উঠিবে খোশবু শারাবের আমার ঐ গোরের পার হতে;
টলি পড়্‌বে পথিক সে নেশায় ঝিমিয়ে॥

লাশ—শব-দেহ। জমশেদ—এই পারস্য সম্রাটই প্রথম শারাব সাকীর প্রবর্ত্তন করেন। জানাজা—মৃতের কল্যাণার্থে উপাসনা। রোজ-কিয়ামত= —শেষ বিচারের দিন, The Dooms Day.

কালাংড়া—আদ্ধাকাওয়ালী

কোন্ মাটীতে আমার কায়া
সৃজিলে হায় প্রভু মোর।
মস্‌জিদে মোর ঠাঁই নাহি পাই,
সকল দেউল বন্ধ-দোর॥
ফিরি নগর-নারীর মত
কাফের দর্‌বেশ বদ্-নসীব,
নাই বেহেশ্‌তের আশা আমার,
দীন ও দুনিয়া শত্রু ঘোর॥
বেড়াই শ্রীহীন, দেয় অভিশাপ
যে হেরে সেই আমার,
রূপ-পূজারী ভুল্‌তে নারি
মোর প্রতিমার মুখ কিশোর॥
চাইব শারাব প্রিয়ার অধর,
মর্‌ব যেদিন পান্‌শালায়,
কোথায় নরক, কোথায় স্বরগ,
শারাব-নেশায় রইব ভোর॥

বদ্-নসীব—হতভাগ্য। দীন ও দুনিয়া—ইহকাল পরকাল

বেহাগ—দাদ্‌রা

রে অবোধ ! শূন্য শুধু শূন্য ধূলো মাটীর ধরা ।
শূন্য ঐ অসীম আকাশ রং বেরং-এর খিলান-করা ॥
হাওয়াতে শূন্য নিমেষ নিমেষে যায় হয়ে শেষ ।
এসেছি পথিক এ পর্‌-দেশ জীবন-মৃত্যু-ভরা ॥
হুরী আর গানের প্রিয়া সাথে তার শারাব নিয়া
চল ঐ সবুজ-বিথার ঝর্ণা-কিনার গোলাব-ঝরা ॥
এর অধিক সুখের বিলাস স্বরগে করিস্‌নে আশ,
সে স্বরগ নাইরে কোথাও এমন উধাও দুখ-পাসরা ॥

দীওয়ান-ই-হাফিজ গীতি

মান্দ—কার্ফা

আরো নূতন নূতন-তর শোনাও গীতি গানেওয়ালা।
আরো তাজা শারাব ঢালো, কর কর হৃদয় আলা ॥

অকুণ্ঠিত চিতে ব'স নিরালা ভোর্-হাওয়ার সাথে,
পুরাও আশা পিয়ে সুধা নিতুই নূতন অধর-ঢালা ॥

কর ত্বরা, এ আব-খোরা ভরাও নূতন শারাব দিয়ে,
নাহি গো মোর সাকীর হাতে চাঁদির গেলাস, চাঁদের থালা ॥

কি স্বাদ পেলে জীবন-মধু'র শারাব যদি না হয় সাথী,
স্মরণে তার আরো তাজা আনো শারাব ভর্-পিয়ালা ॥

আরো নূতন রঙে রেখায় গন্ধে রূপে, দিল্-পিয়ারা,
আমার প্রিয়া! আমার তরে কর এ নিখিল উজালা ॥

প্রিয়ার ছায়া-বীথির পথে যাবে যখন, ভোরের হাওয়া,
নূতন ক'রে শুনায়ো তায় হাফিজের এ গান নিরালা ॥

---

* "মোতরেবে খোশ্‌নওয়া বগো তাজা ব-তাজা নৌ বনৌ" শীর্ষক বিখ্যাত গজলের অনুবাদ।

বাগেশ্রী কাফি—কাহারবা

আমরা পানের নেশার পাগল,লাল শারাবে ভর্ গেলাস।
পান-বেহুঁশে আয় রেখে ঐ সাকীর বিলোল্ আঁখির পাশ॥
চাঁদ-পিয়ালায় রবির কিরণ
ঢালার মত শারাব ঢাল্,
ছায়না যেন দিনের আনন
কস্তুরী-কেশ খোঁপার ফাঁস্॥
শারাব-খানার সদর-ঘরে
ব'সো খানিক ধর্ম্মাধিপ,
এই আনন্দ-ধারায় নেয়ে
'নাও ধুয়ে সব পাপের রাশ॥
মোমের বাতির মত, সুফী,
কেঁদে গলাও আপনাকে!
এই বিষাদ এই ব্যথার পারে
দাও আনন্দ ভর্-আকাশ॥
নতুন দিনের বধূ যদি আসে তোমার খোশ-নসীব!
যৌতুক তায় দিও লিখে হাফিজের এই প্রেম-বিলাস॥

খোশ-নসীব—ভাগ্যবান।

পিলু—কাওয়ালী

ভোরের হাওয়া ! ধীরে ধীরে ব'লো গো সেই হরিণীরে।
আর কতদিন দিশাহারা ঘুর্‌ব একা মরুর তীরে ॥
মিষ্টি চিনির পসারিণীর হৃদয় কেন কষায় হেন,
এই চিনি-খোর তুতীর পানে কেন গো সে চায়না ফিরে ॥
গোলাব লো ! তোর রূপের গরব দেয়না বুঝি জিজ্ঞাসিতে
প্রণয়-পাগল বুলবুলি তোর ভাসে কেন অশ্রু-নীরে ॥
চতুর নিষাদ শিকার করে প্রণয়ীরে মুখের মিঠায়,
চপল পাখী ধর্‌তে সে গো বিছায়না জাল আকাশ ঘিরে॥
বঁধুর পাশে ব'সে তোমার ঢাল্‌বে যেদিন রঙীন শারাব
স্মরণ ক'রো রূপসী, এই উপোসী-মন দূর সাথীরে ॥

শেয়র্ ঃ—

সরল-তনু, কাজল-আখি-চাঁদের মালা ললাট-কূলে—
রঙীন্ প্রেমের লাগ্‌লনা রঙ কেন গো সে রূপের ফুলে।
তোমার রূপের চাঁদে, প্রিয়, এই শুধু কলঙ্ক-লেখা—
মধুর রূপের কাননে নাই বিধুর প্রেমের কুহু কেকা !

হাফেজী এই গজল্ যদি পোঁছে আকাশ, নয় সে কিছু !
গাইবে সে গান "জোহরা" তারা, নাচবে "ঈশা" সে
সুর-মীড়ে ॥

জোহরা—"ভেনাস" ॥ ঈশা—যীশু ॥

ভৈরবী—কাওয়ালী

আজ সুদিনের আস্‌ল ঊষা, নাই অভাব আজ নাই অভাব।
অরুণ রবির মতন রাঙা পেয়ালা ভরি' আন্‌ শারাব॥
ঊষার করে পেয়ালা রবির, উপ্‌চে' পড়ে কিরণ-মদ,
মধুর উজ্জ্বল সময় এমন, আজ করোনা দিল্‌ খারাব॥
শান্ত কুটীর, বন্ধু সাকী, মধুর-কণ্ঠ গায় গজল্‌,
আয়েশ-সুখের আরাম গো তায় নৌ-জোয়ান বে-হিসাব॥
নাচ্‌ছে প্রিয়া সাকীর সাথে, সুর-পিয়াসী দেয় তালি,
সাকির আঁখির মদির লীলা টুটায় মদের বদ্‌-খোয়াব॥
মদের নেশার মিঠার লোভে, সাবাস্‌ চতুর ফুল্‌-মালি—
লুকিয়ে রাখ সবুজ পাতায় শারাব-মধুর লাল গোলাব॥
পর্‌ল প্রিয়া যেদিন কানে গানের মোতি হাফিজের,
সেদিন হ'তে উর্ব্বশী মোর শুনছে গানের বীণ্‌ রবাব॥

নৌ-জোয়ানী—নব যৌবন॥ খোয়াব—স্বপ্ন॥ রবাব—একপ্রকার তারের যন্ত্র॥

দুর্গা-মান্দ্—কাওয়ালী

আস্‌ল যখন ফুলের ফাগুন, গুল্-বাগে ফুল চায় বিদায় :
এমন দিনে বন্ধু কেন বন্ধুজনে ছেড়ে যায় ॥
মালঞ্চে আজ ভোর না হ'তে বিরহী বুল্‌বুল্ কাঁদে,
না ফুটিতে দল গুলি তার ঝর্‌ল গোলাব হিম-হাওয়ায় ॥
পুরানো গুল্-বাগ এ ধরা, মানুষ তাহে তাজা ফুল,
ছিঁড়ে নিঠুর ফুল-মালি আয়ুর শাখা হ'তে তায় ॥
এই ধূলিতে হ'ল ধূলি সোনার অঙ্গ বে-শুমার,
বাদশা' অনেক নূতন বধূ ঝর্‌ল জীবন-ভোর-বেলায় ॥
এই দুনিয়ার রাঙা কুসুম সাঁঝ্ না হ'তেই যায় ঝ'রে,
হাজার আফ্‌সোস, নূতন দেহের দেউল
ছে'ড়ে প্রাণ পালায় ॥
সাম্‌লে চরণ ফে'লো পথিক, পায়ের নীচে মরা ফুল
আছে মিশে এই সে ধরার গোরস্থানে এই ধূলায় ॥
হ'ল সময়—লোভের ক্ষুধা মোহন মায়া ছাড্ হাফিজ,
বিদায় নে তোর ঘরের কাছে, দূরের বঁধু ডাক্‌ছে আয় ॥

খাম্বাজ-পিলু—পোস্তা

ঐ লুকায় রবি লাজে মুখ হেরি মম প্রিয়ার।
ঐ এল রূপের রবি তোর আঁধার থাকে কি আর ॥
মোর অকলঙ্ক শশী খোলে ঘোম্‌টা যবে মুখের,
হেরি দুলে রবি শশী কানে দুল্ হয়ে যেন তার ॥
যবে অধীর মাতাল হিয়া রয় পর্দ্দানশীন্ প্রিয়া,
মদে বেহুঁশ্ হয়ে দর্‌বেশ যবে জল্‌সা হ'ল গুল্‌জার ॥
মোর শরম্ ভরম সবি হায় দিলাম শারাব লাগি'
হেরি নয়ন-জলে ভেসে এ সুরা শোণিত হিয়ার ॥
বয় যাহার অশ্রু-চোখে ঐ বাদল-রাতের ধারা,
রয় বর্ষা সম তাহার নীল অঞ্চলে ফুল বাহার ॥
মালা গাঁথিস্‌নে তুই হাফিজ্ ঐ শুষ্ক উপদেশের,
ফেলে অপরাধের কাঁটা তুই গাঁথ্ মালা ফুল-হিয়ার ॥

গারা-ভৈরবী—আদ্ধাকাওয়ালী

দোষ দিওনা প্রবীণ জ্ঞানী হেরি’ খারাব শারাব-খোর।
তাহার যে পাপ তারির একার, হয়না লেখা নামে তোর॥
মন্দা ভালো যা হই আমি, তুই ক’রে যা কাজ আপন,
কাট্‌ব তাহাই—যে ফসলের বীজ বুনেছি ক্ষেত্রে মোর॥
হউক মস্‌জিদ হউক মন্দির—প্রেমের গতি সবখানেই,
গাইছে একই প্রেমের গীতি
কেউ সজাগ কেউ নেশায় টোর॥
জন্মদিনের ললাট-লেখা হবেই হবে পূর্ণ মোর,
কেউ জানেনা পর্দ্দা আড়ে আলোক না সে আঁধার ঘোর॥

শেয়্‌র্‌ঃ—
ভেঙেছি দ্বার, ফির্‌বনা আর পুণ্যশালার জেল-খানায়,
আদিম পিতা আদমও ত স্বর্গ পেয়ে ছাড়ল্‌ তায়।
পুণ্যফলের ভর্‌সা ক’রে কাটিয়োনা কেউ বৃথাই কাল,
তোমার ললাট-লেখার, বন্ধু, তুমিই নহ ওয়াকিফ্‌-হাল।
বেহেশ্‌তের ঐ কুঞ্জ-কানন মধুর, তবু হুশিয়ার!
ঝাউ-এর ছায়া, তরীর কিনার—
তাই নিয়ে থাক্‌ সুখ-বিভোর॥
মরণ-ক্ষণে যদি, হাফিজ, রয় হাতে তোর শারাব-জাম,
মলিন ধরা হ’তে তোরে তুরন্ত নেবে বেহেশ্‌ত্‌-দোর॥

ইমন-মিশ্র—কাওয়ালী

চাঁদের মতন রূপ পেল রূপ তোমার রৌশন্ রূপ-বিভায়।
অপরূপ সে হ'ল তোমার চিবুক গালের টোল-খাওয়ায়॥
তোমার রূপের পিয়াসী প্রাণ এল হের অধর-তীর,
জানাও আদেশ, ফিরুক সে প্রাণ, নয় বুঝি সে ছেড়ে যায়॥

শেয়্র্ ঃ—

কখন্ মঞ্জুর হবে, প্রভু, এই ব্যথিতের আর্জ্জিপেশ্!
কোন্ মোহানায় এক হবে মোর হৃদয় ও তার আকুল কেশ।
নাই গো তাহার শান্তি ও সুখ হের্‌ল যারে ঐ আঁখি,
তাহার চেয়ে চটুল ও-চোখ পর্দ্দাতেই রাখ ঢাকি'।
রক্ত-রাঙা পথ হ'তে মোর বাঁচিয়ে চ'লো নীল আঁচল,
তোমার প্রেমের শহীদ্ অনেক রাঙিয়েছে ঐ পথতল॥

ফুল্লমুখী ফুলের তোড়া পাঠিয়ে দিও ভোর-বায়ে,
তোমার দেশের ফুল-কাননের গন্ধ পাব সেই হাওয়ায়॥
প্রার্থনা তার জানায় হাফিজ্—শুন্‌নেওয়ালা কও আমীন্
প্রিয়া আমায় মৌ-মিঠে তার চূণীর ঠোঁটের চুম বিলায়॥

বৃহন্নট-কেদারা—একতালা

কোরাস্ ঃ—

দুর্গম গিরি, কান্তার, মরু, দুস্তর পারাবার
লঙ্ঘিতে হবে রাত্রি নিশীথে, যাত্রীরা হুশিয়ার !

দুলিতেছে তরী, ফুলিতেছে জল, ভুলিতেছে মাঝি পথ,
ছিঁড়িয়াছে পাল, কে ধরিবে হা'ল, আছে কার হিম্মৎ ?
কে আছ জোয়ান, হও আগুয়ান, হাঁকিছে ভবিষ্যৎ ।
এ তুফান ভারী, দিতে হবে পাড়ি, নিতে হবে তরী পার ॥

তিমির রাত্রি, মাতৃমন্ত্রী সান্ত্রীরা সাবধান !
যুগযুগান্ত-সঞ্চিত ব্যথা ঘোষিয়াছে অভিযান ।
ফেনাইয়া উঠে বঞ্চিত বুকে পুঞ্জিত অভিমান,
ইহাদেরে পথে নিতে হবে সাথে, দিতে হবে অধিকার ॥

অসহায় জাতি মরিছে ডুবিয়া জানে না সন্তরণ,
কাণ্ডারী ! আজি দেখিব তোমার মাতৃ-মুক্তি-পণ !
"হিন্দু না ওরা মুস্‌লিম্ ?" ওই জিজ্ঞাসে কোন্ জন ?
কাণ্ডারী ! বল, ডুবিছে মানুষ, সন্তান মোর মা'র ॥

গিরি-সঙ্কট, ভীরু যাত্রীরা, গুরু গরজায় বাজ,
পশ্চাত-পথ-যাত্রীর, মনে সন্দেহ জাগে আজ !
কাণ্ডারী ! তুমি ভুলিবে কি পথ ? ত্যজিবে কি পথ-মাঝ ?
করে হানাহানি, তবু চল টানি' নিয়াছ যে মহাভার ॥

কাণ্ডারী ! তব সম্মুখে ঐ পলাশীর প্রান্তর,
বাঙালীর খুনে লাল হ'ল যথা ক্লাইবে খঞ্জর !*
ঐ গঙ্গায় ডুবিয়াছে হায় ভারতের দিবাকর !
উদিবে সে রবি আমেদেরি খুনে রাঙিয়া পুনর্ব্বার ॥

ফাঁসির মঞ্চে গেয়ে গেল যারা জীবনের জয়-গান
আসি' অলক্ষ্যে দাঁড়ায়েছে তারা, দিবে কোন্ বলিদান ?
আজি পরীক্ষা, জাতির অথবা জাতের করিবে ত্রাণ ?
দুলিতেছে তরী, ফুলিতেছে জল, কাণ্ডারী হুশিয়ার ॥

---

* খঞ্জর = তরবারি

কীর্ত্তন-বাউল—লোফা

আমরা শক্তি আমরা বল, আমরা ছাত্রদল।
মোদের পায়ের তলায় মূর্চ্ছে তুফান
ঊর্দ্ধে বিমান ঝড় বাদল, আমরা ছাত্রদল॥

মোদের আঁধার রাতে বাধার পথে যাত্রা নাঙ্গা পায়,
আমরা শক্ত মাটী রক্তে রাঙাই বিষম চলার ঘায়;
যুগে যুগে রক্তে মোদের সিক্ত হ'ল পৃথ্বীতল।
আমরা ছাত্রদল॥

মোদের কক্ষচ্যুত ধূমকেতু-প্রায় লক্ষ্যহারা প্রাণ,
আমরা ভাগ্যদেবীর যজ্ঞবেদীর নিত্য বলিদান;
যখন লক্ষ্মীদেবী স্বর্গে উঠেন আমরা পশি নীল অতল।
আমরা ছাত্রদল॥

আমরা ধরি মৃত্যু রাজার যজ্ঞ ঘোড়ার রাশ,
মোদের মৃত্যু লেখে মোদের জীবন-ইতিহাস।
হাসির দেশে আমরা আনি সর্ব্বনাশী চোখের জল।
আমরা ছাত্রদল॥

সবাই যখন বুদ্ধি যোগায় আমরা করি ভুল।
সাবধানীরা বাঁধ বাধে সব আমরা ভাঙি কূল।
দারুণ রাতে আমরা তরুণ রক্তে করি পথ পিছল !
আমরা ছাত্রদল ॥

মোদের চক্ষে জ্বলে জ্ঞানের মশাল বক্ষে ভরা বাক্,
কণ্ঠে মোদের কুণ্ঠা-বিহীন নিত্য কালের ডাক।
আমরা তাজা খুনে লাল করেছি সরস্বতীর শ্বেত কমল।
আমরা ছাত্রদল ॥

ঐ দারুণ উপপ্লবের দিনে আমরা দানি শির,
মোদের মাঝে মুক্তি কাঁদে বিংশ শতাব্দীর !
মোরা গৌরবেরি কান্না দিয়ে ভরেছি মা'র শ্যাম আঁচল।
আমরা ছাত্রদল ॥

আমরা রচি ভালোবাসার আশার ভবিষ্যৎ,
মোদের স্বর্গ-পথের আভাস দেখায় আকাশ-ছায়াপথ !
মোদের চোখে বিশ্ববাসীর স্বপ্ন দেখা হোক সফল।
আমরা ছাত্রদল ॥

মার্চের সুর

টলমল টলমল পদভরে, বীরদল চলে সমরে ॥
খরধার তরবার কটিতে দোলে
রনন ঝনন রণ-ডঙ্কা বোলে,
ঘন তূর্য্য-রোলে শোক মৃত্যু ভোলে,
দেয় আশীষ সূর্য্য সহস্র করে

চলে শ্রান্ত দূর পথে, মরু দুর্গম পর্ব্বতে,
চলে বন্ধু-বিহীন একা
মোছে রক্তে ললাট-কলঙ্ক-লেখা।
কাঁপে মন্দিরে ভৈরবী একি বলিদান।
জাগে নিশঙ্ক শঙ্কর ত্যজিয়া শ্মশান।
দোলে ঈশান-মেঘে কাল প্রলয়-নিশান,
বাজে ডম্বরু, অম্বর কাঁপিছে ডরে ॥

———

ইমন-বেলাওল—তেওরা

যে দুর্দ্দিনের নেমেছে বাদল তাহারি বজ্র শিরে ধরি'
ঝড়ের বন্ধু আঁধার নিশীথে ভাসায়েছি মোরা ভাঙা তরী ॥

মোদের পথের ইঙ্গিত ঝলে বাঁকা বিদ্যুতে কালো মেঘে,
মরু-পথে জাগে নব অঙ্কুর মোদের চলার ছোঁওয়া লেগে,
মোদের মন্ত্রে গোরস্থানের আঁধারে ওঠে গো প্রাণ জেগে,
দীপ-শলাকার মত মোরা ফিরি ঘরে ঘরে আলো সঞ্চরি' ॥

নব জীবনের 'ফোরাত'-কূলে গো কাঁদে 'কারবালা' তৃষ্ণাতুর
ঊর্দ্ধে শোষণ-সূর্য্য, নিম্নে তপ্ত বালুকা ব্যথা-মরুর।
ঘিরিয়া য়ূরোপ-'এজিদের' সেনা এপার ওপার নিকট দূর,
এরি মাঝে মোরা 'আব্বাস' সম পানি আনি প্রাণ পণ করি' ॥

যখন জালিম্ 'ফেরাউন' চাহে 'মুসা' ও সত্যে মারিতে ভাই,
নীল দরিয়ার মোরা তরঙ্গ, বন্যা আনিয়া তারে ডুবাই,
আজো 'নম্‌রুদ' 'ইবরাহিমেরে' মারিতে চাহিছে সর্ব্বদাই,
আনন্দ-দূত মোরা সে আগুনে ফোটাই পুষ্প-মঞ্জরী ॥

ভরসার গান শুনাই আমরা ভয়ের ভূতের এই দেশে,
জরা-জীর্ণেরে যৌবন দিয়া সাজাই'নবীন বর-বেশে।
মোদের আশার ঊষার রঙে গো রাতের অশ্রু যায় ভেসে,
মশাল জ্বালিয়া আলোকিত করি ঝড়ের নিশীথ-শর্ব্বরী ॥

নূতন দিনের নব যাত্রীরা চলিবে বলিয়া এই পথে
বিছাইয়া যাই আমাদের প্রাণ, সুখ, দুখ, সব আজি হ'তে।
ভবিষ্যতের স্বাধীন পতাকা উড়িবে যে দিন জয়-রথে
আমরা হাসিব দূর তারা-লোকে, ওগো তোমাদের
সুখ স্মরি' ॥

ফোরাত = আরবের এই নদীরই তীরে "কারবালা"-প্রান্তরে হজরত মোহাম্মদের দৌহিত্র ইমাম্ হোসেন এজিদের সৈন্য কর্ত্তৃক শহীদ হন।

আব্বাস = কারবালা-যুদ্ধের অমর বীর। ইঁহার দুই হাত শত্রু কর্ত্তৃক কর্ত্তিত হইলে দাঁত দিয়া জলের মশক আনিয়াছিলেন।

জালিম = অত্যাচারী। ফেরাউন, মুসা = Pharaoh এবং Moses. মুসাকে মারিতে যাইয়া মিসরের নীল নদীতে সসৈন্য ফেরাউন ডুবিয়া মারা যায়। নমরুদ, ইবরাহিম = ঈশ্বরদ্রোহী নমরুদ ইবরাহিম পয়গম্বরকে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করে, ঈশ্বরের মহিমায় সে আগুন ফুলবন হইয়া উঠে।

মার্চ্চের সুর

কোরাস্ ঃ—

চল্ চল্ চল্ !
ঊর্দ্ধ গগনে বাজে মাদল, নিম্নে উতলা ধরণী-তল,
অরুণ প্রাতের তরুণ দল, চল্ রে চল্ রে চল্ ।
চল্ চল্ চল্ ॥

ঊষার দুয়ারে হানি' আঘাত আমরা আনিব রাঙা প্রভাত,
আমরা টুটাব তিমির রাত, বাধার বিন্ধ্যাচল ।
নব নবীনের গাহিয়া গান সজীব করিব মহাশ্মশান,
আমরা দানিব নতুন প্রাণ, বাহুতে নবীন বল ।
চল্ রে নৌ-জোয়ান, শোন্ রে পাতিয়া কান—
মৃত্যু-তোরণ-দুয়ারে-দুয়ারে জীবনের আহ্বান ।
ভাঙ্ রে ভাঙ্ আগল, চল্ রে চল্ রে চল্ !
চল্ চল্ চল্ ॥

———

ঊর্দ্ধে আদেশ হানিছে বাজ
শহীদী-ঈদের সেনারা সাজ,
দিকে দিকে চলে কুচ্‌কাওয়াজ
খোল্‌রে নিঁদ্‌-মহল্‌!
কবে সে খেয়ালি বাদ্‌শাহী
সেই সে অতীতে আজো চাহি'
যাস্‌ মুসাফির গান গাহি'
ফেলিস্‌ অশ্রুজল।
যাক্‌ রে তখ্‌ত-তাউস
জাগ্‌রে জাগ্‌ বেহুঁস!
ডুবিল রে দেখ্‌ কত পারস্য
কত রোম গ্রীক্‌ রুষ,
জাগিল তারা সকল,
জেগে ওঠ্‌ হীনবল!
আমরা গড়িব নতুন করিয়া
ধূলায় তাজমহল!
চল্‌ চল্‌ চল্‌॥

শহীদী-ঈদ = বলিদান-উৎসব। কুচ্‌কাওয়াজ = প্যারেড্‌।
তখ্‌ত্‌-তাউস = ময়ূর-সিংহাসন।

মাঢ়—কাওয়ালী

বাজ্‌ল কি রে ভোরের সানাই নিঁদ্‌-মহলার
আঁধার-পুরে।
শুন্‌ছি আজান গগন-তলে অতীত-রাতের মিনার-চূড়ে॥

সরাই-খানার যাত্রীরা কি "বন্ধু জাগো" উঠ্‌ল হাঁকি'?
নীড় ছেড়ে ঐ প্রভাত-পাখী গুলিস্তানে চল্‌ল উড়ে॥

আজ কি আবার কা'বার পথে ভিড়্‌ জমেছে
প্রভাত হ'তে।
নাম্‌ল কি ফের হাজার স্রোতে "হেরার" জ্যোতি
জগৎ জুড়ে॥

আবার "খালিদ" "তারিক" "মুসা" আন্‌ল কি
খুন-রঙীন্‌ ভূষা,
আস্‌ল ছুটে "হাসীন্" ঊষা "নও-বেলালের" শিরীন্‌ সুরে॥

তীর্থ-পথিক দেশ-বিদেশের "আর্‌ফাতে" আজ
জুটল কি ফের,
"লা শরীক্‌ আল্লাহ্‌" মন্ত্রের নাম্‌ল কি বান
পাহাড় "তুরে" ॥

আঁজলা ভ'রে আন্‌ল কি প্রাণ কারবালাতে বীর শহীদান'
আজকে রওশন্‌ জমীন আসমান নওজোয়ানীর সুর্‌খ্‌ নূরে ॥

গুলিস্তান = ফুল-কানন ॥ হেরা = এই পর্ব্বত গুহায় হজরত মোহাম্মদ প্রত্যাদেশ পান ॥ খালিদ, তারিক, মুসা = মুসলিম-অভ্যুত্থানের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সেনাপতিবৃন্দ ॥ হাসীন = সুন্দর ॥ নও বেলাল = নব বেলাল ॥ বেলাল মুসলমান ধর্ম্মের অভ্যুত্থান-দিনের প্রথম মুয়াজ্জিন ॥ শিরীন্‌ = মিষ্টি ॥ আরফাত = মক্কার এই ময়দানে পৃথিবীর সমস্ত হাজী সমবেত হন ॥ লা শরীক আল্লাহ্‌ = ঈশ্বর ভিন্ন অন্য উপাস্য নাই ॥ তুর = এই পাহাড়ে মুসা ঈশ্বরের দর্শন পান ॥ সুর্‌খ্‌ নূর = রক্ত-আলোক ॥ রওশন—উজ্জ্বল ॥ শহীদান = শহীদগণ ॥

———

ভৈরবী—কাহার্‌বা

আসিলে কে গো অতিথি উড়ায়ে নিশান সোনালী।
ও চরণ ছুঁই কেমনে দুই হাতে মোর মাখা যে কালি॥
দখিণের হাল্‌কা হাওয়ায় আস্‌লে ভেসে সুদূর বরাতী!
শবে'রাত আজ উজালা গো আঙিনায় জ্বল্‌ল দীপালি॥
তালি-বন ঝম্‌কি বাজায়, গায় "মোবারক-বা'দ" কোয়েলা।
উলসি' উপ্‌চে প'ল পলাশ-অশোক-ডালের ঐ ডালি॥
প্রাচীন ঐ বটের ঝুরির দোল্‌নাতে হায় দুলিছে শিশু।
ভাঙা ঐ দেউল-চূড়ে উঠ্‌ল বুঝি নৌ-চাঁদের ফালি॥
এল কি অলখ্‌-আকাশ বেয়ে তরুণ হারুণ-আল্‌-রশীদ।
এল কি আল্‌ বেরুণী, হাফিজ, খৈয়াম, কায়েস, গাজ্জালী॥
সানাইয়াঁ ভর্‌রোঁ বাজায়, নিদ্‌-মহলায় জাগ্‌ল শাহ্‌জাদী।
কারুণের রূপার পুরে নূপুর-পায়ে আস্‌ল রূপ্‌-ওয়ালী॥
খুশীর্‌ এ বুল্‌বুলিস্তানে মিলেছে ফর্‌হাদ ও শিরীঁ।
লাল এ লায়লি-লোকে মজনু হর্দ্দম্‌ চালায় পেয়ালী॥
বাসিফুল কুড়িয়ে মালা না-ই গাঁথিলি রে ফুল-মালি।
নবীনের আসার পথে উজাড় ক'রে দে ফুল-ডালি॥

মোবারক বাদ = কল্যাণ-প্রশস্তি।
কারুণ = ধন-কুবের। শবেরাত = মুসলমানদের এক উৎসব-রাত্রি।

মার্চ্চের সুর

অগ্র-পথিক হে সেনাদল, জোর্ কদম্ চল্ রে চল্
রৌদ্রদগ্ধ মাটিমাখা শোন্ ভাইরা মোর,
বাসি বসুধায় নব অভিযান আজিকে তোর !
রাখ্ তৈয়ার হাথেলিতে হাথিয়ার জোয়ান,
হান্ রে নিশিত পাশুপতাস্ত্র অগ্নিবাণ।
কোথায় হাতুড়ি কোথা শাবল ?
অগ্র-পথিক রে সেনাদল, জোর্ কদম্ চল্ রে চল্।

কোথায় মাণিক ভাইরা আমার, সাজ রে সাজ !
আর বিলম্ব সাজেনা, চালাও কুচ্‌কাওয়াজ !
আমরা নবীন তেজ-প্রদীপ্ত বীর তরুণ
বিপদ বাধার কণ্ঠ ছিঁড়িয়া শুষিব খুন !
আমরা ফলাব ফুল্-ফসল।
অগ্র-পথিক রে যুবাদল, জোর কদম্ চল্ রে চল্॥

প্রাণ-চঞ্চল প্রাচী-র তরুণ, কর্ম্মবীর,
হে মানবতার প্রতীক গর্ব্ব উচ্চশির !
দিব্যচক্ষে দেখিতেছি, তোরা দৃপ্তপদ
সকলের আগে চলিবি পারায়ে গিরি ও নদ,
মরু-সঞ্চর গতি-চপল।
অগ্র-পথিক রে পাঁওদল, জোর কদম্ চল্ রে চল্ ॥

স্থবির শ্রান্ত প্রাচী-র প্রাচীন জাতিরা সব
হারায়েছে আজ দীক্ষা দানের সে গৌরব।
অবনত-শির গতিহীন তারা, মোরা তরুণ
বহিব সে ভার, লব শাশ্বত ব্রত দারুণ,
শিখাব নতুন মন্ত্রবল।
রে নব পথিক যাত্রীদল, জোর্ কদম্ চল্ রে চল্ ॥

আম্‌রা চলিব পশ্চাতে ফেলি' পচা অতীত্,
গিরি-গুহা ছাড়ি খোলা প্রান্তরে গাহিব গীত।
সৃজিব জগৎ বিচিত্রতর, বীর্য্যবান,
তাজা জীবন্ত সে নব সৃষ্টি শ্রম-মহান
চলমান-বেগে প্রাণ-উছল।
রে নবযুগের স্রষ্টাদল, জোর্ কদম্ চল্ রে চল্ ॥

অভিযান-সেনা আমরা ছুটিব দলে দলে
বনে নদীতটে গিরি-সঙ্কটে জলে থলে।
লঙ্ঘিব খাড়া পর্ব্বত-চূড়া অনিমিষে,
জয় করি' সব তস্‌নস্ করি' পায়ে পিশে—
অসীম সাহসে ভাঙি' আগল !
না-জানা পথের নকীব-দল, জোর্ কদম্ চল্ রে চল্ ॥

পাতিত করিয়া শুষ্ক বৃদ্ধ অটবীরে
বাঁধ বাঁধি চলি দুস্তর খর স্রোত-নীরে।
রসাতল চিরি' হীরকের খনি করি খনন,
কুমারী ধরার গর্ভে করি গো ফুল সৃজন,
পায়ে হেঁটে মাপী ধরণীতল !
অগ্র-পথিক রে চঞ্চল, জোর্ কদম্ চল্ রে চল্ ॥

আমরা এসেছি নবীন প্রাচী-র নবস্রোতে
ভীম পর্ব্বত ক্রকচ-গিরির চূড়া হ'তে,
উচ্চ অধিত্যকা প্রণালিকা হইয়া পার
আহত বাঘের পদ-চিন্ ধরি' হয়েছি বা'র ;
পাতাল ফুঁড়িয়া, পথ-পাগল।
অগ্রবাহিনী পথিক-দল, জোর্ কদম্ চল্ রে চল্ ॥

অভয়-চিত্ত ভাবনা-মুক্ত যুবারা শুন্!
মোদের পিছনে চীৎকার করে পশু, শকুন।
ভ্রূকুটি হানিছে পুরাতন পচা গলিত শব,
রক্ষণ-শীল বুড়োরা করিছে তারি স্তব,
শিবারা চেঁচাক, শিব অটল!
নির্ভীক বীর পথিক-দল, জোর্ কদম্ চল্ রে চল্॥

আগে—আরো আগে সেনা-মুখ যথা করিছে রণ,
পলকে হতেছে পূর্ণ মৃতের শূন্যাসন,
আছে ঠাঁই আছে, কে থামে পিছনে? হ' আগুয়ান,
যুদ্ধের মাঝে পরাজয় মাঝে চলো জোয়ান্!
জ্বাল্ রে মশাল জ্বাল্ অনল!
অগ্রযাত্রী রে সেনাদল, জোর্ কদম্ চল্ রে চল্॥

ওগো ও প্রাচী-র দুলালী দুহিতা তরুণীরা,
ওগো জায়া ওগো ভগিনীরা! ডাকে সঙ্গীরা।
তোমরা নাই গো লাঞ্ছিত মোরা তাই আজি,
উঠুক তোমার মণি-মঞ্জীর ঘন বাজি'
আমাদের পথে চল-চপল
অগ্রপথিক তরুণ-দল্, জোর্ কদম্ চল রে চল্॥

নেমেছে কি রাতি, ফুরায়না পথ সুদুর্গম ?
কে থামিস্ পথে ভগ্নোৎসাহ নিরুদ্যম ?
ব'সে নে খানিক পথ-মঞ্জিলে, ভয় কি ভাই,
থামিলে দুদিন ভোলে যদি লোকে—ভুলুক তাই !
মোদের লক্ষ্য চির-অটল !
অগ্র-পথিক ব্রতীর দল, বাঁধ্ রে বুক, চল্ রে চল্ ॥

শুনিতেছি আমি, শোন্ ঐ দূরে তূর্য্য-নাদ
ঘোষিছে নবীন ঊষার উদয়-সুসংবাদ !
ওরে ত্বরা কর্ ! ছুটে চল্ আগে—আরো আগে !
গান গেয়ে চলে অগ্র-বাহিনী, ছুটে চল্ তারো
পুরোভাগে !
তোর অধিকার কর্ দখল।
অগ্র-নায়ক রে পাঁওদল ! জোর্ কদম্ চল্ রে চল্ ॥

ইণ্টার-ন্যাশন্যাল-সঙ্গীতের সুর

জাগো—

জাগো অনশন-বন্দী, ওঠ রে যত
জগতের লাঞ্ছিত ভাগ্যহত !
যত অত্যাচারে আজি বজ্র হানি'
হাঁকে নিপীড়িত-জন-মন-মথিত বাণী,
নব জনম লভি' অভিনব ধরণী ওরে ঐ আগত ॥
আদি শৃঙ্খল সনাতন শাস্ত্র আচার
মূল সর্ব্বনাশের, এরে ভাঙিব এবার !
ভেদি দৈত্য-কারা আয় সর্ব্বহারা !
কেহ রহিবে না আর পর-পদ-আনত ॥

কোরাস্ ঃ—

নব ভিত্তি পরে
নব নবীন জগৎ হবে উত্থিত রে !
শোন্ অত্যাচারী ! শোন্ রে সঞ্চয়ী !
ছিনু সর্ব্বহারা, হব সর্ব্বজয়ী ॥

ওরে সর্ব্বশেষের এই সংগ্রাম-মাঝ
নিজ নিজ অধিকার জুড়ে দাঁড়া সবে আজ !
এই "অন্তর-ন্যাশন্যাল-সংহতি" রে
হবে নিখিল-মানব-জাতি সমুদ্ধত ॥

সিন্ধুড়া—একতালা

কোন্ অতীতের আঁধার ভেদিয়া
আসিলে আলোক-জননী।
প্রভায় তোমার উদিল প্রভাত
হেম্-প্রভ হ'ল ধরণী ॥

ভগ্ন দুর্গে ঘুমায়ে রক্ষী
এলে কি মা তাই বিজয়-লক্ষ্মী,
"ময়্ ভূখা হুঁ"র ক্রন্দন-রবে
নাচায়ে তুলিলে ধমনী ॥

এস বাঙলার চাঁদ-সুলতানা
বীর-মাতা বীর-জায়া গো।
তোমাতে পড়েছে সকল কালের
বীর-নারীদের ছায়া গো।

শিব-সাথে সতী শিবানী সাজিয়া
ফিরিছ শ্মশানে জীবন মাগিয়া,
তব আগমনে নব-বাঙলার
কাটুক আঁধার রজনী ॥

রাগমালা (মালকোষ-ভৈরব-মেঘ-বসন্ত-হিন্দোল শ্রী-
পঞ্চম-নটনারায়ণ)

তোরা সব জয়ধ্বনি কর্ ! তোরা সব জয়ধ্বনি কর্ !!
ঐ নূতনের কেতন ওড়ে কাল্-বোশেখীর ঝড় ।
তোরা সব জয়ধ্বনি কর্ !
তোরা সব জয়ধ্বনি কর্ !!

আস্‌ছে এবার অনাগত প্রলয়-নেশার নৃত্য-পাগল,
সিন্ধু-পারের সিংহ-দ্বারে ধমক হেনে ভাঙ্‌ল আগল !
মৃত্যু-গহন অন্ধ-কূপে
মহাকালের চণ্ড-রূপে—ধূম্র-ধূপে
বজ্র-শিখার মশাল জ্বেলে আসছে ভয়ঙ্কর—
ওরে ঐ হাস্‌ছে ভয়ঙ্কর !
তোরা সব জয়ধ্বনি কর্ !
তোরা সব জয়ধ্বনি কর্ !!

ঝামর তাহার কেশের দোলায় ঝাপটা মেরে গগন দুলায়
সর্ব্বনাশী জ্বালা-মুখী ধূমকেতু তার চামর ঢুলায় !
বিশ্বপাতার বক্ষ-কোলে
রক্ত তাহার কৃপাণ ঝোলে দোদুল্ দোলে !
অট্টরোলের হট্টগোলে স্তব্ধ চরাচর—
ওরে ঐ স্তব্ধ চরাচর !
তোরা সব জয়ধ্বনি কর্ !
তোরা সব জয়ধ্বনি কর্ !!

দ্বাদশ রবির বহ্নি-জ্বালা ভয়াল তাহার নয়ন-কটায়,
দিগন্তরের কাঁদন লুটায় পিঙ্গল তার ত্রস্ত জটায় !
বিন্দু তাহার নয়ন-জলে
সপ্ত মহাসিন্ধু দোলে কপোল-তলে !
বিশ্ব-মায়ের আসন তারি বিপুল বাহুর পর—
হাঁকে ঐ "জয় প্রলয়ঙ্কর !"
তোরা সব জয়ধ্বনি কর্ !
তোরা সব জয়ধ্বনি কর্ !!

মাভৈঃ মাভৈঃ ! জগৎ জুড়ে প্রলয় এবার ঘনিয়ে আসে,
জরায়-মরা মুমূর্ষুদের প্রাণ লুকানো ঐ বিনাশে।
এবার মহা-নিশার শেষে
আস্‌বে ঊষা অরুণ হেসে করুণ বেশে।
দিগম্বরের জটায় লুটায় শিশু চাঁদের কর,
আলো তার ভর্‌বে এবার ঘর।
তোরা সব জয়ধ্বনি কর্‌ !
তোরা সব জয়ধ্বনি কর্‌ !!

ঐ সে মহাকাল-সারথি-রক্ত-তড়িত চাবুক হানে,
রণিয়ে ওঠে হ্রেষার কাঁদন বজ্র-গানে ঝড়-তুফানে।
ক্ষুরের দাপট তারায় লেগে উল্কা ছুটায় নীল খিলানে !
গগন-তলের নীল খিলানে।
অন্ধ কারার বন্ধ কূপে
দেবতা বাঁধা যজ্ঞ-যূপে পাষাণ-স্তূপে !
এই ত রে তাঁর আসার সময় ঐ রথ-ঘর্ঘর—
শোনা যায় ঐ রথ-ঘর্ঘর।
তোরা সব জয়ধ্বনি কর্‌ !
তোরা সব জয়ধ্বনি কর্‌ !!

ধ্বংস দেখে ভয় কেন তোর ?—প্রলয় নূতন সৃজন-বেদন,
আস্‌ছে নবীন—জীবন-হারা অ-সুন্দরে কর্‌তে ছেদন !
তাই সে এমন কেশে বেশে
প্রলয় বয়েও আস্‌ছে হেসে— মধুর হেসে !
ভেঙে আবার গড়তে জানে সে চির-সুন্দর !
তোরা সব জয়ধ্বনি কর্‌ !
তোরা সব জয়ধ্বনি কর্‌ !!

ঐ ভাঙা-গড়া খেলা যে তার কিসের তবে ডর ?
তোরা সব জয়ধ্বনি কর্‌ !—বধূরা প্রদীপ তুলে ধর্‌ !
কাল ভয়ঙ্করের বেশে এবার ঐ আসে সুন্দর !—
তোরা সব জয়ধ্বনি কর্‌ !
তোরা সব জয়ধ্বনি কর্‌ !!

বেহাগ-খাম্বাজ—কাওয়ালী

অমর-কানন মোদের অমর-কানন !
বন কে বলে রে ভাই, আমাদের তপোবন
আমাদের তপোবন ॥

এর দক্ষিণে "শালী" নদী কুলু কুলু বয়,
তার কূলে কূলে শাল-বীথি ফুলে ফুল-ময়,
হেথা ভেসে আসে জলে-ভেজা দখিনা মলয়,
হেথা মহুয়ার মউ খেয়ে মন উচাটন ॥

দূর প্রান্তর-ঘেরা আমাদের বাস,
দুধ-হাসি হাসে হেথা কচি দুব-ঘাস,
উপরে মায়ের মত চাহিয়া আকাশ,
বেণু-বাজা মাঠে হেথা চরে ধেনুগণ ॥

মোরা নিজ-হাতে মাটি কাটি নিজে ধরি হাল,
সদা খুসী-ভরা বুক হেথা হাসি-ভরা গাল,
মোরা বাতাস করি ভেঙে হরীতকী-ডাল,
হেথা শাখায় শাখায় পাখী, গানের মাতন ॥

প্রহরী মোদের ভাই "পূরবী" পাহাড়,
"শুশুনিয়া" আগুলিয়া পশ্চিমী দ্বার,
ওড়ে উত্তরে উত্তরী কানন বিথার,
দূরে ক্ষণে ক্ষণে হাতছানি দেয় তালী-বন ॥

হেথা ক্ষেত ভরা ধান নিয়ে আসে অঘ্রাণ,
হেথা প্রাণে ফোটে ফুল, হেথা ফুলে ফোটে প্রাণ,
ওরে রাখাল সাজিয়া হেথা আসে ভগবান,
মোরা নারায়ণ-সাথে খেলা খেলি অনুখণ ॥

মোরা বটের ছায়ায় বসি করি গীতা পাঠ,
আমাদের পাঠশালা চাষী-ভরা মাঠ,
গাঁয়ে গাঁয়ে আমাদের মায়েদের হাট,
ঘরে ঘরে ভাই বোন বন্ধু স্বজন ॥

সারং—কাওয়ালী

জাগো নারী জাগো বহ্নি-শিখা।
জাগো স্বাহা সীমন্তে রক্ত-টীকা॥

দিকে দিকে মেলি তব লেলিহান রসনা,
নেচে চল উন্মাদিনী দিগ্‌বসনা,
জাগো হতভাগিনী ধর্ষিতা নাগিনী,
বিশ্ব-দাহন তেজে জাগো দাহিকা॥

ধূ ধূ জ্বলে ওঠ ধূমায়িত অগ্নি,
জাগো মাতা, কন্যা, বধূ, জায়া, ভগ্নি!

পতিতোদ্ধারিণী স্বর্গ-স্খলিতা
জাহ্নবী সম বেগে জাগো পদ-দলিতা,
মেঘে আনো বালা বজ্রের জ্বালা,
চির বিজয়িনী জাগো জয়ন্তিকা॥

ব্যাঙের সুর

মোরা ঝঞ্ঝার মত উদ্দাম, মোরা ঝর্ণার মত চঞ্চল।
মোরা বিধাতার মত নির্ভয়, মোরা প্রকৃতির মত স্বচ্ছল ॥
মোরা আকাশের মত বাধাহীন,
মোরা মরু সঞ্চর বেদুইন,
মোরা জানিনা কো রাজা রাজ্-আইন,
মোরা পরিনা শাসন-উদুখল।
মোরা বন্ধন-হীন জন্ম স্বাধীন, চিত্ত মুক্ত-শতদল ;
মোরা সিন্ধু জোয়ার কল কল
মোরা পাগলঝোরার ঝরা জল
কল-কল-কল ছল-ছল-ছল, কল-কল-কল ছল-ছল্-ছল ॥
মোরা দিল্-খোলা খোলা প্রান্তর,
মোরা শক্তি-অটল মহীধর,
মোরা মুক্ত-পক্ষ নভচর
মোরা হাসি গান সম উচ্ছল।
মোরা বৃষ্টির জল বনফল খাই, শয্যা শ্যামল বনতল।
মোরা প্রাণ দরিয়ায় কল কল্
মোরা মুক্ত ধারার ঝরা জল
চল চঞ্চল কল কল কল্ ছল ছল ছল্ ছল ছল ছল ॥

রামকেলি—ঠুংরী

ভোরের হাওয়া এলে ঘুম ভাঙাতে কি
চুম হেনে নয়ন পাতে।
ঝিরিঝিরি ধীরি ধীরি কুণ্ঠিত ভাষা
গুণ্ঠিতারে শুনাতে ॥

হিম শিশিরে মাজি' তনুখানি
ফুল-অঞ্জলি আন ভরি' দুই পাণি,
ফুলে ফুলে ধরা যেন ভরা ফুলদানী
বিশ্ব সুষমা সভাতে ॥

পিলু—কাওয়ালী

কোথা চাঁদ আমার
নিখিল ভুবন মোর ঘিরিল আঁধার ॥
ওগো বন্ধু আমার, হ'তে কুসুম যদি,
রাখিতাম কেশে তুলি' নিরবধি।
রাখিতাম বুকে চাপি হ'তে যদি হার ॥
আমার উদয়-তারার সাড়ি ছিঁড়েছে কবে,
কামরাঙা শাঁখা আর হাতে কি রবে।
ফিরে এস, খোলা আজো দখিন দুয়ার ॥

তিলক কামোদ পিলু—কাওয়ালী

আধো ধরণী আলো আধো আঁধার।
কে জানে দুখ-নিশি পোহালো কার ॥
আধো কঠিন ধরা আধেক জল,
আধো মৃণাল-কাঁটা আধো কমল।
আধো সুর, আধো সুরা—বিরহ, বিহার ॥

আধো ব্যথিত বুকে আধেক আশা
আধেক গোপন আধেক ভাষা।

আধো ভালোবাসা আধেক হেলা
আধেক সাঁঝ আধো প্রভাত বেলা
আধো রবির আলো—আধো নীহার ॥

তিলক-কামোদ-দেশ—কাওয়ালী

একডালি ফুলে ওরে সাজাব কেমন ক'রে।
মেঘে মেঘে এলোচুলে আকাশ গিয়াছে ভরে।
সাজাব কেমন ক'রে॥

কেন দিলে বনমালী এইটুকু বন-ডালি,
সাজাতে কি না সাজাতে কুসুম হইল খালি।
ছড়ায়েছে ফুলদল অভিমানে ডালি ধ'রে॥

কেতকী ভাদর বধূ ঘোম্‌টা টানিয়া কোণে
লুকায়েছে ফণি-ঘেরা গোপন কাঁটার বনে।
কামিনী ফুল মানে মানে না ছুঁতে পড়েছে ঝ'রে॥

গন্ধ-মাতাল চাঁপা ঢুলিছে নেশার ঝোঁকে,
নিলাজী টগর-বালা চাহিয়া ডাগর চোখে,
দেখিয়া ঝরার আগে বকুল গিয়াছে ম'রে॥

সিন্ধু কাফি—কাওয়ালী

নাম-হারা ঐ গাঙের পারে বনের কিনারে
বেতস বেণুর বনে কে ঐ বাজায় বীণা রে ॥

লতায় পাতায় সুনীল রাগে
সে-সুর-সোহাগ-পুলক লাগে,
সে সুর ঘুমায় দিগঙ্গনার শয়ন-লীনা রে।
আমি কাঁদি, এ সুর আমার চির-চেনা রে ॥

ফাগুন মাঠে শীস্ দিয়ে যায় উদাসী তার সুর,
শিউরে ওঠে আমের মুকুল ব্যথায় ভারাতুর।

সে সুর কাঁপে উতল হাওয়ায়,
কিশলয়ের কচি চাওয়ায়,
সে চায় ইসারায় অস্তাচলের প্রাসাদ-মিনারে।
আমি কাঁদি, এই ত আমার চির-চেনা রে ॥

সাহানা—আদ্ধাকাওয়ালী

তুমি আমায় ভালোবাস তাই তো আমি কবি
আমার এ রূপ—সে যে তোমার ভালোবাসার ছবি ॥
আপন জেনে হাত বাড়ালো
আকাশ বাতাস প্রভাত-আলো,

বিদায় বেলার সন্ধ্যা তারা পূবের অরুণ রবি,—
তুমি ভালোবাস ব'লে ভালোবাসে সবি ॥
আমার আমি লুকিয়েছিল তোমার ভালোবাসায়,
আমার আশা বাইরে এলো তোমার হঠাৎ আসায়।
তুমিই আমার মাঝে আসি
অসিতে মোর বাজাও বাঁশি

আমার পূজার যা আয়োজন তোমার প্রাণের হবি।
আমার বাণী জয়মাল্য, রাণি! তোমার সবি ॥
তুমি আমায় ভালোবাস তাই তো আমি কবি।
আমার এ রূপ,—সে যে তোমায় ভালোবাসার ছবি ॥

ভীমপলাসী— মধ্যমান

আমি শ্রান্ত হয়ে আস্‌ব যখন পড়্‌ব দোরে ট'লে,
আমার লুটিয়ে-পড়া দেহ তখন ধর্‌বে কি ঐ কোলে ?
বাড়িয়ে বাহু আস্‌বে ছুটে ?
ধর্‌বে চেপে পরাণ-পুটে ?
বুকে রেখে চুম্‌বে কি মুখ নয়ন-জলে গলে ?
আমি শ্রান্ত হয়ে আস্‌ব যখন পড়ব দোরে টলে ॥

তুমি এতদিন যা দুখ দিয়েচ হেনে অবহেলা,
তা ভুল্‌বে না কি যুগের পরে ঘরে-ফেরার বেলা ?
বল বল জীবন স্বামি
সে দিনও কি ফির্‌ব আমি ?
অন্তকালেও ঠাঁই পাব না ঐ চরণের তলে ?
আমি শ্রান্ত হয়ে আস্‌ব যখন পড়ব দোরে ট'লে ॥

ভৈরবী—কাওয়ালী

আজ চোখের জলে প্রার্থনা মোর শেষ বরষের শেষে,
যেন এমনি কাটে আস্‌ছে-জনম তোমায় ভালোবেসে॥
এমনি আদর, এমনি হেলা,
মান অভিমান এম্‌নি খেলা,
এম্‌নি ব্যথার বিদায়-বেলা এম্‌নি চুমু হেসে,
যেন খণ্ড মিলন পূর্ণ করে নতুন জীবন এসে।
এবার ব্যর্থ আমার আশা যেন সকল প্রেমে মেশে।
আজ চোখের জলে প্রার্থনা মোর শেষ বরষের শেষে॥

যেন আর না কাঁদায় দ্বন্দ্ব-বিরোধ, হে মোর জীবন-স্বামি!
এবার এক হয়ে যাক প্রেমে তোমার তুমি আমার আমি।
আপন সুখকে বড় ক'রে
যে-দুখ পেলেম জীবন ভ'রে
এবার তোমার চরণ ধ'রে নয়ন-জলে ভেসে
যেন পূর্ণ ক'রে তোমায় জিনে সব-হারানোর দেশে,
মোর মরণ-জয়ের বরণ-মালা পরাই তোমার কেশে।
আজ চোখের জলে প্রার্থনা মোর শেষ-বিদায়ের শেষে॥

জয়জয়ন্তী-খাম্বাজ—দাদ্‌রা

ছাড়িতে পরাণ নাহি চায়
তবু যেতে হবে হায়।
মলয়া মিনতি করে
তবু কুসুম শুকায়॥

রবে না এ মধু-রাতি
জানি তবু মালা গাঁথি,
মালা চলিতে দলিয়া যাবে
তবু চরণে জড়ায়॥

যে-কাঁটার জ্বালা সয়ে
ফোটে ব্যথা ফুল হয়ে,
আমি কাঁদিব সে কাঁটা লয়ে
নিশীথ-বেলায়॥

তুমি রবে যবে পরবাসে,
আমি দূর নীলাকাশে
জাগিব তোমারি আশে
নূতন তারায়॥

———

দেশ-পিলু—দাদ্‌রা

আঁধার রাতে কে গো একেলা
নয়ন-সলিলে ভাসালে ভেলা ॥

কাঁদিয়া কারে খোঁজ ওপারে
আজো যে তোমার প্রভাত-বেলা।

কি দুখে আজি যোগিনী সাজি'
আপনারে লয়ে এ হেলা-ফেলা ॥

সোণার কাঁকন ও দুটী করে
হের গো জড়ায়ে মিনতি করে।
খুলিয়া ধূলায় ফেলোনা গো তায়
সাধিছে নূপুর চরণ ধ'রে।

হের গো তীরে কাঁদিয়া ফিরে
আজিও রূপের রঙের মেলা ॥

খাম্বাজ-পিলু—দাদ্‌রা

আমার কোন্ কূলে আজ ভিড়্‌ল তরী
এ কোন্ সোনার গাঁয়।
আমার ভাটীর তরী আবার কেন
উজান যেতে চায়॥

আমার দুঃখেরে কাণ্ডারী করি'
আমি ভাসিয়েছিলাম ভাঙা তরী,
তুমি ডাক দিলে কে স্বপন-পরী
নয়ন-ইশারায়॥

আমার নিবিয়ে দিয়ে ঘরের বাতি
ডেকেছিল ঝড়ের রাতি,
তুমি কে এলে মোর সুরের সাথী
গানের কিনারায়।

ওগো সোনার দেশের সোনার মেয়ে,
তুমি হবে কি মোর তরীর নেয়ে,
এবার ভাঙা তরী চল বেয়ে
রাঙা অলকায়॥

নটমল্লার-ছায়ানট—কাওয়ালী

হাজার তারের হার হয়ে গো
দুলি আকাশ-বীণার গলে।
তমাল-ডালে ঝুলন ঝুলাই
নাচাই শিখী কদম-তলে॥

'বৌ কথা কও' ব'লে পাখী
করে যখন ডাকাডাকি,
ব্যথার বুকে চরণ রাখি'
নামি বধূর নয়ন-জলে॥

ভয়ঙ্করের কঠিন আঁখি
আঁখির জলে করুণ করি,
নিঙাড়ি' নিঙাড়ি' চলি
আকাশ-বধূর নীলাম্বরী।

লুটাই নদীর বালুতটে,
সাধ ক'রে যাই বধূর ঘটে,
সিনান-ঘাটের শিলা-পটে
ঝরি চরণ-ছোঁওয়ার ছলে॥

—.—

বেহাগ—দাদ্‌রা

কেন দিলে এ কাঁটা যদি গো কুসুম দিলে।
ফুটিতনা কি কমল ও কাঁটা না বিঁধিলে॥

কেন এ আঁখিকূলে বিধুর অশ্রু দুলে,
কেন দিলে এ হৃদি যদি না হৃদয় মিলে॥

শীতল মেঘ-নীরে ডাকিয়া চাতকীরে
নীর ঢালিতে শিরে বাজ কেন হানিলে।
যদি ফুটালে মুকুল কেন শুকাইলে ফুল,
কেন কলঙ্ক-টীপে চাঁদের ভুরু ভাঙিলে॥

কেন কামনা-ফাঁদে রূপ-পিপাসা কাঁদে,
শোভিতনা কি কপোল ও-কালো তিল নহিলে।
কাঁটা-নিকুঞ্জে কবি এঁকে যা সুখের ছবি,
নিজে তুই গোপন র'বি তোরি আঁখির সলিলে॥

———

খাম্বাজ—দাদ্‌রা

সখি, ব'লো বঁধুয়ারে নিরজনে।
দেখা হ'লে রাতে ফুলবনে॥
কে করে ফুল চুরি জেনেছে ফুলমালি,
কে দেয় গহীর রাতে ফুলের কুলে ক্বালি
জেনেছে ফুলমালি গোপনে॥

কাঁটার আড়ালে গোলাবের বাগে
ফুটায়েছে কুসুম কপট সোহাগে,
সে কুসুম ঘেরা মেহেদীর বেড়া,
প্রহরী ভোমোরা সে কাননে॥

ও পথে চোর-কাঁটা, সখি, তায় ব'লে দিও,
বেঁধেনা বেঁধেনা লো যেন তার উত্তরীয়!
এ বনফুল লাগি' না আসে কাঁটা দলি'
আপনি যাব আমি বঁধুয়ার কুঞ্জ গলি!
বিকাব বিনিমূলে ও চরণে॥

ভৈরবী—যৎ

কি হবে জানিয়া বল কেন জল নয়নে।
তুমি ত ঘুমায়ে আছ সুখে ফুল-শয়নে ॥

তুমি কি বুঝিবে বালা কুসুমে কীটের জ্বালা,
কারো গলে দোলে মালা কেহ ঝরে পবনে ॥

আকাশের আঁখি ভরি' কে জানে কেমন করি'
শিশির পড়ে গো ঝরি', ঝরে বারি শাওনে।

নিশীথে পাপিয়া পাখী এমনি ত ওঠে ডাকি'
তেমনি ঝুরিছে আঁখি বুঝি বা অকারণে ॥

কে শুধায়, আঁধার চরে চখা কেন কেঁদে মরে,
এমনি চাতক-তরে মেঘ ঝুরে গগনে।

কারে মন দিলি কবি, এ যে রে পাষাণ-ছবি,
এ শুধু রূপের রবি নিশীথের স্বপনে ॥

———

কালাংড়া—কাশ্মিরী খেম্‌টা

রেশ্‌মি চুড়ির শিঞ্জিনীতে রিম্‌ঝিমিয়ে মরম-কথা।
পথের মাঝে চম্‌কে' কে গো থম্‌কে' যায় ঐ শরম-নতা॥

কাঁখ্‌চুমা তার কলসি-ঠোঁটে
উল্লাসে জল উল্‌সি' ওঠে,
অঙ্গে নিলাজ পুলক ছোটে
বায় যেন হায় নরম লতা॥

অ-চকিতে পথের মাঝে পথ-ভুলানো পর্‌দেশী কে
হান্‌লে দিঠি পিয়াস-জাগা পথ্‌বালা এই উর্ব্বশীকে!

শূন্য তাহার কন্যা হিয়া
ভর্‌ল বধূর বেদ্‌না নিয়া,
জাগিয়ে গেল পর্‌দেশিয়া
বিধুর বধূর মধুর ব্যথা॥

পিলু খাম্বাজ—কাহার্‌বা

বেসুর বীণায় ব্যথার সুরে বাঁধ্‌ব গো।
পাষাণ-বুকে নির্ঝর হয়ে কাঁদ্‌ব গো॥
কু'লের কাঁটায় স্বর্ণলতার দুল্‌ব হার,
ফণীর ডেরায় কেয়ার কানন ফাঁদ্‌ব গো॥
ব্যাধের হাতে শুন্‌ব সাধের বংশী-সুর,
আস্‌লে মরণ চরণ ধ'রে সাধ্‌ব গো॥

বিভাষ মিশ্র—দাদ্‌রা

দুলে আলো-শতদল টলমল টলমল।
চল লো মেলি' পাখা রঙীন লঘু চপল॥
যদি অনল-শিখায় এ পাখা পুড়িয়া যায়
ক্ষতি কি—ভালোবাসায় জ্বলিতে আসা কেবল॥
কাঁটার কাননে ফুল তুলিতে বিঁধে আঙুল,
মধুর এ পথভুল ফুলঝরা বনতল॥
চলিতে ফুল দলি, চাহে যে তারে ছলি,
সেই সে পথে চলি যে পথে আলেয়া-ছল॥

সিন্ধু-কাফি—কাহারবা

পথে পথে ফের সাথে মোর বাঁশরীওয়ালা।
নওলকিশোর বাঁশরীওয়ালা॥
তোমার নূপুর আমার চরণে
আপনি সাধিয়া পরালে কালা॥
নিভাইয়া মোর ভবন-প্রদীপ
দেখালে নিখিল ভুবন আলা॥
কুল লাজ মান সকল হরি'
হরি করিলে মোরে ব্রজের বালা॥

ভৈরবী-পিলু—কার্ফা

বউ কথা কও, বউ কথা কও,
কও কথা অভিমানিনী।
সেধে সেধে কেঁদে কেঁদে
যাবে কত যামিনী॥
সে কাঁদন শুনি' হের নামিল নভে বাদল,
এল পাতার বাতায়নে যুঁই চামেলি কামিনী॥
আমার প্রাণের ভাষা শিখে
ডাকে পাখী, 'পিউ কাহাঁ',
খোঁজে তোমায় মেঘে মেঘে
আঁখি মোর সৌদামিনী॥

পিলু—কাহার্‌বা

ফাগুন-রাতের ফুলের নেশায়
আগুন-জ্বালায় জ্বলিতে আসে।
যে-দীপশিখায় পুড়িয়া মরে
পতঙ্গ ঘোরে তাহারি পাশে॥

অথই দুখের পাথার জলে
সুখের রাঙা কমল দোলে,
কূলের পথিক হারায় দিশা
দিবস নিশা তাহারি বাসে॥

সুখের আশায় মেশায় ওরা
বুকের সুধায় চোখের সলিল।
মণির মোহে জীবন-দহে
বিষের ফণির গরল-শ্বাসে॥

বুকের পিয়ায় পেয়ে হিয়ায়
কাঁদে পথের পিয়ার লাগি,
নিতুই নতুন স্বরগ মাগি।
নিতুই নয়ন- জলে ভাসে॥

মান্দ্—কাহার্‌বা

কেউ ভোলে না কেউ ভোলে
অতীত দিনের স্মৃতি।
কেউ দুখ লয়ে কাঁদে,
কেউ ভুলিতে গায় গীতি॥

কেউ শীতল জলদে
হেরে অশনির জ্বালা,
কেউ মুঞ্জরিয়া তোলে
তার শুষ্ক কুঞ্জ-বীথি॥

হেরে কমল-মৃণালে
কেউ কাঁটা কেহ কমল।
কেউ ফুল দলি' চলে
কেউ মালা গাঁথে নিতি॥

কেউ জ্বালে না আর আলো
তার চির-দুখের রাতে,
কেউ দ্বার খুলি' জাগে
চায় নব চাঁদের তিথি॥

ভৈরবী—দাদ্‌রা

মোর ঘুমঘোরে এলে মনোহর
নমো নমঃ, নমো নমঃ, নমো নমঃ।
শ্রাবণ-মেঘে নাচে নটবর
ঝমঝম, রমঝম, ঝমঝম॥

শিয়রে বসি' চুপি চুপি চুমিলে নয়ন,
মোর বিকশিল আবেশে তনু
নীপ সম, নিরুপম, মনোরম॥

মোর ফুলবনে ছিল যত ফুল
ভরি ডালি দিনু ঢালি, দেবতা মোর!
হায় নিলে না সে ফুল, ছি ছি বেভুল,
নিলে তুলি খোঁপা খুলি কুসুম-ডোর।

স্বপনে কী যে কয়েছি তাই গিয়াছ চলি,
জাগিয়া কেঁদে ডাকি দেবতায়—
প্রিয়তম প্রিয়তম প্রিয়তম॥

—— ——

ভৈরবী-আশাবরী—আদ্ধা কাওয়ালী

আজি বাদল ঝরে মোর একেলা ঘরে।
হায় কী মনে প'ড়ে মন এমন করে॥

হায় এমন দিনে কে নীড়হারা পাখী
যাও কাঁদিয়া কোথায় কোন্ সাথীরে ডাকি'।
তোর ভেঙেছে পাখা কোন্ আকুল ঝড়ে॥

আয় ঝড়ের পাখী আয় এ একা বুকে,
আয় দিব রে আশয় মোর গহন-দুখে।
আয় রচিব কুলায় আজ নূতন ক'রে॥

এই ঝড়ের রাতি নাই সাথের সাথী,
মেঘ- মেদুর-গগন বায় নিবেছে বাতি।
মোর এ ভীরু প্রণয় হায় কাঁপিয়া মরে॥

এই বাদল-ঝড়ে হায় পথিক-কবি
ঐ পথের 'পরে আর কতকাল র'বি,
ফুল দলিবি কত হায় অভিমান-ভরে॥

ভৈরবী—কাহার্‌বা

বাগিচায়   বুল্‌বুলি তুই ফুলশাখাতে
দিস্‌নে আজি দোল।
আজো তা'র ফুল-কলিদের ঘুম টুটেনি'
তন্দ্রাতে বিলোল্‌॥

আজো হায় রিক্ত শাখায় উত্তরী-বায়
ঝুর্‌ছে নিশিদিন,
আসেনি'   দখ্‌নে' হাওয়া গজল্‌-গাওয়া,
মৌমাছি বিভোল্‌॥

কবে সে   ফুল্‌কুমারী ঘোম্‌টা চিরি'
আস্‌বে বাহিরে,
শিশিরের্‌   স্পর্শসুখে ভাঙ্‌বে রে ঘুম
রাঙ্‌বে রে কপোল্‌॥

ফাগুনের মুকুল-জাগা দুকূল-ভাঙা
আস্‌বে ফুলেল্‌ বান,
কুঁড়িদের ওষ্ঠপুটে লুট্‌বে হাসি,
ফুট্‌বে গালে টোল্‌ ॥

কবি তুই গন্ধে ভু'লে ডুব্‌লি জলে
কূল পেলিনে আর,
ফুলে তোর বুক ভরেছিস্‌ আজ্‌কে জলে
ভর্‌বে আঁখির কোল ॥

———

জৌনপুরী-আশাবরী—কাহার্‌বা

আমারে চোখ ইশারায় ডাক দিলে হায় কে গো দরদী।
খুলে দাও রং-মহলার তিমির-দুয়ার ডাকিলে যদি ॥

গোপনে চৈতী হাওয়ায় গুল্‌-বাগিচায় পাঠালে লিপি,
দেখে তাই ডাক্‌ছে ডালে কু কু ব'লে কোয়েলা ননদী।

পাঠালে ঘূর্ণী-দূতী ঝড়-কপোতী বৈশাখে সখি,
বরষায় সেই ভরসায় মোর পানে চায় জল-ভরা নদী ॥

তোমারি অশ্রু ঝলে শিউলি-তলে সিক্ত শরতে,
হিমানীর পরশ বুলাও ঘুম ভেঙে দাও দ্বার যদি রোধি।

পউষের শূন্য মাঠে একলা বাটে চাও বিরহিনী,
দুহুঁ হায় চাই বিষাদে মধ্যে কাঁদে তৃষ্ণা-জলধি ॥

ভিড়ে যা ভোর-বাতাসে ফুল্‌-সুবাসে রে ভোমর-কবি,
উষসীর শিশ্‌-মহলে আস্‌তে যদি চাস্‌ নিরবধি ॥

———

ইমন-মিশ্র গজল—কাহার্‌বা

বসিয়া বিজনে কেন একা মনে
পানিয়া ভরনে চল লো গোরী।
চল জলে চল কাঁদে বনতল,
ডাকে ছলছল জল-লহরী॥

দিবা চ'লে যায় বলাকা-পাখায়,
বিহগের বুকে বিহগী লুকায়।
কেঁদে চখা চখী মাগিছে বিদায়
বারোয়াঁর সুরে ঝুরে বাঁশরী॥

সাঁঝ হেরে মুখ চাঁদ-মুকুরে
ছায়াপথ-সিঁথি রচি' চিকুরে,
নাচে ছায়া-নটী কানন-পুরে
দুলে লটপট লতা-কবরী॥

'বেলা গেল বধূ' ডাকে ননদী,
চ'লো জল নিতে যাবি লো যদি
কালো হয়ে আসে সুদূর নদী,
নাগরিকা-সাজে সাজে নগরী ॥

মাঝি বাঁধে তরী সিনান-ঘাটে,
ফিরিছে পথিক বিজন মাঠে,
কারে ভেবে বেলা কাঁদিয়া কাটে
ভর আঁখি-জলে ঘট গাগরী ॥

ওগো বে-দরদী, ও রাঙা পায়ে
মালা হয়ে কে গো গেল জড়ায়ে !
তব সাথে কবি পড়িল দায়ে
পায়ে রাখি তারে না গলে পরি ॥

পিলু—কাহার্‌বা-দাদ্‌রা—তাল ফের্‌তা

ভুলি কেমনে আজো যে মনে বেদনা-সনে রহিল আঁকা।
আজো সজনী দিন রজনী সে বিনে গণি তেমনি ফাঁকা॥
আগে মন কর্‌লে চুরি মর্ম্মে শেষে হান্‌লে ছুরি,
এত শঠতা এত যে ব্যথা তবু যেন তা' মধুতে মাখা॥

চকোরী দেখ্‌লে চাঁদে দূর হ'তে সই আজো কাঁদে,
আজো বাদলে ঝুলন ঝোলে তেমনি জলে চলে বলাকা॥
বকুলের তলায় দোদুল কাজ্‌লা মেয়ে কুড়োয় লো ফুল,
চলে নাগরী কাঁখে গাগরী চরণ ভারি কোমর বাঁকা॥

তরুরা রিক্ত-পাতা আস্‌ল লো তাই ফুল-বারতা,
ফুলেরা গ'লে ঝরেছে ব'লে ভরেছে ফলে বিটপী-শাখা॥
ডালে তোর হান্‌লে আঘাত দিস্ রে কবি ফুল্‌-সওগাত,
ব্যথা-মুকুলে অলি না ছুঁলে বনে কি দুলে ফুল-পতাকা॥

ভৈরবী-আশাবরী—কাহার্‌বা

কে বিদেশী বন-উদাসী
বাঁশের বাঁশী বাজাও বনে।
সুর্‌-সোহাগে তন্দ্রা লাগে
কুসুম-বাগের গুল্‌-বদনে॥

ঝিমিয়ে আসে ভোমোরা-পাখা,
যুঁথির চোখে আবেশ মাখা,
কাতর ঘুমে চাঁদিমা রাকা
(ভোর গগনের দর্‌-দালানে)
দর্‌-দালানে ভোর্‌ গগনে॥

লজ্জাবতীর লুলিত লতায়
শিহর লাগে পুলক-ব্যথায়,
মালিকা সম বঁধুরে জড়ায়
বালিকা-বধূ সুখ-স্বপনে॥

সহসা জাগি' আধেক রাতে
শুনি সে বাঁশী বাজে হিয়াতে,
বাহু-সিথানে কেন কে জানে
কাঁদে গো পিয়া বাঁশীর সনে ॥

বৃথাই গাঁথি' কথার মালা
লুকাস্ কবি বুকের জ্বালা,
কাঁদে নিরালা বন্‌শীওয়ালা
তোরি উতালা বিরহী মনে ॥

সিন্ধু—কাওয়ালী

করুণ কেন অরুণ আঁখি
দাও গো সাকী দাও শারাব।
হায় সাকী এ আঙ্গুরী খুন,
নয় ও হিয়ার খুন-খারাব ॥

দুর্দ্দিনের এই দারুণ দিনে
শরণ নিলাম পান্-শালায়,
হায় সাহারার প্রখর তাপে
পরাণ কাঁপে দিল্ কাবাব ॥

আর সহেনা দিল্ নিয়ে এই
দিল্-দরদীর দিল্লগী,
তাই ত চালাই নীল পেয়ালায়
লাল শিরাজী বে-হিসাব ॥

এই শারাবের নেশার রঙে
নয়ন-জলের রঙ্ লুকাই,
দেখ্‌ছি আঁধার জীবন ভরি'
ভর্-পিয়ালার লাল খোয়াব্ ॥

আমার বুকের শূন্যে কে গো
ব্যথার তারে ছড়্ চালায়,
গাইছি খুশীর মহ্‌ফিলে গান
বেদন্-গুণীর বীণ্ রবাব্ ॥

হারাম কি এই রঙীন পানি,
আর হালাল এই জল চোখের ?
নরক আমার হউক মঞ্জুর,
বিদায়-বন্ধু, লও আদাব ॥

দেখ্‌রে কবি, প্রিয়ার ছবি
এই শারাবের আর্শিতে,
লাল গেলাসের কাচ্-মহলার
পার হ'তে তার শোন্ জওয়াব ॥

———

মান্দ্—কাওয়ালী

এত জল ও-কাজল-চোখে, পাষাণী, আন্‌লে বল কে।
টলমল জল্-মোতির মালা দুলিছে ঝালর-পলকে ॥

দিল কি পূব্-হাওয়াতে দোল, বুকে কি বিঁধিল কেয়া ?
কাঁদিয়া কুটিলে গগন এলায়ে ঝামর-অলকে ॥

চলিতে পৈঁচি কি হাতের বাধিল বৈঁচি কাটাতে ?
ছাড়াতে কাঁচুলির কাঁটা বিঁধিল হিয়ার ফলকে ॥

যে দিনে মোর-দেওয়া মালা ছিঁড়িলে আন্‌মনে সখি,
জড়াল যুঁই-কুসুমী-হার বেণীতে সেদিন ওলো কে ॥

যে-পথে নীর্ ভরণে যাও ব'সে রই সেই পথ-পাশে,
দেখি, নিত্ কার পানে চাহি' কলসীর সলিল ছলকে ॥

মুকুলী মন সেধে সেধে কেবলি ফিরিনু কেঁদে,
সরসীর ঢেউ পলায় ছুটি' না ছুঁতেই নলিন্-নোলকে ॥

বুকে তোর সাত সাগরের জল, পিপাসা মিট্‌লনা কবি,
ফটিক-জল ! জল খুঁজিস যেথায় কেবলি তড়িত ঝলকে ॥

কাফি-সিন্ধু—কাহার্‌বা

দুরন্ত বায়ু পূরবইয়াঁ বহে অধীর আনন্দে।
তরঙ্গে দুলে আজি নাইয়াঁ রণ-তুরঙ্গ-ছন্দে॥

অশান্ত অম্বর-মাঝে মৃদঙ্গ গুরুগুরু বাজে,
আতঙ্কে থরথর অঙ্গ মন অনন্তে বন্দে॥

ভুজঙ্গী দামিনীর দাহে দিগন্ত শিহরিয়া চাহে,
বিষণ্ণ ভয়-ভীতা যামিনী খোঁজে সেতারা চন্দে॥

মালঞ্চে এ কি ফুল-খেলা, আনন্দে ফোটে যূথী বেলা,
কুরঙ্গী নাচে শিখী-সঙ্গে মাতি' কদম্ব-গন্ধে॥

একান্তে তরুণী তমালী অপাঙ্গে মাখে আজি কালি,
বনান্তে বাঁধা প'ল দেয়া কেয়া-বেণীর বন্ধে॥

দিনান্তে বসি' কবি একা পড়িস্ কি জলধারা-লেখা,
হিয়ায় কি কাঁদে কুহু-কেকা আজি অশান্ত দ্বন্দ্বে॥

ভৈরবী—কাহার্‌বা

নিশি ভোর হ'ল জাগিয়া পরাণ পিয়া।
কাঁদে 'পিউ কাহাঁ' পাপিয়া পরাণ পিয়া॥

ভুলি' বুল্‌বুলি-সোহাগে কত গুল্‌বদনী জাগে,
রাতি গুল্‌সনে যাপিয়া পরাণ পিয়া॥

জেগে রয় জাগার সাথী দূরে চাঁদ, শিয়রে বাতি,
কাঁদি ফুল-শয়ন পাতিয়া, পরাণ পিয়া।

কত আর সাজাব ডালা, বাসি হয় নিতি যে মালা,
কত দূর যাব ভাসিয়া, পরাণ পিয়া॥

গেয়ে গান চেয়ে কাহারে জেগে র'স কবি এপারে
দিলি দান কারে এ হিয়া, পরাণ পিয়া॥

(বেলা ওল ঠাটের) দুর্গা—কাওয়ালী

নহে নহে প্রিয়, এ নয় আঁখি-জল।
মলিন হয়েছে ঘুমে চোখের কাজল ॥

হেরিয়া নিশি প্রভাতে শিশির কমল-পাতে,
ভাব বুঝি বেদনাতে কেঁদেছে কমল ॥

মরুতে চরণ ফেলে কেন বন-মৃগ এলে,
সলিল চাহিতে পেলে মরীচিকা-ছল ॥

এ শুধু শীতের মেঘে কপট কুয়াসা লেগে
ছলনা উঠেছে জেগে—এ নহে বাদল ॥

কেন কবি খালি খালি হলি রে চোখের বালি,
কাঁদাতে গিয়া কাঁদালি নিজেরে কেবল ॥

ভৈরবী—কাওয়ালী

এ আঁখি-জল মোছ পিয়া, ভোলো ভোলো আমারে।
মনে কে গো রাখে তারে ঝরে যে ফুল আঁধারে॥

ফোটা ফুলে ভরি' ডালা গাঁথ বালা মালিকা,
দলিত এ ফুল লয়ে দেবে গো বল কারে॥

স্বপনের স্মৃতি প্রিয় জাগরণে ভুলিও,
ভু'লে যেয়ো দিবালোকে রাতের আলেয়ারে॥

ঝুরিয়া গেল যে মেঘ রাতে তব আঙিনায়,
বৃথা তারে খোঁজ প্রাতে দূর গগন-পারে॥

ঘুমায়েছ সুখে তুমি সে কেঁদেছে জাগিয়া,
তুমি জাগিলে গো যবে সে ঘুমায়ে ওপারে॥

আগুনে মিটালি তৃষা কবি কোন্ অভিমানে,
উদিল নীরদ যবে দূর বন-কিনারে॥

পিলু—দাদ্‌রা

রুমুঝুমু রুমুঝুম্ কে এলে নূপুর-পায়।
ফুটিল শাখে মুকুল ও রাঙা চরণ-ঘায় ॥

সে নাচে তটিনী-জল টলমল টলমল,
বনের বেণী উতল ফুলদল মুরঝায় ॥

বিজরী জরীর আঁচল ঝলমল ঝলমল,
নামিল নভে বাদল ছলছল বেদনায় ॥

দুলিছে মেখলা-হার শ্যামলী মেঘ-মালার,
উড়িছে অলক কা'র অলকার ঝরোকায়।

তালীবন থৈ তাথৈ করতালি হানে ঐ
কবি, তোর তমালী কই—শ্বসিছে পূবালী-বায় ॥

ভীমপলশ্রী—আদ্ধা কাওয়ালী

কেন আন ফুল-ডোর আজি বিদায়-বেলা।
মোছ মোছ আঁখি-লোর যদি ভাঙিল মেলা ॥

কেন মেঘের স্বপন আন মরুর চোখে,
ভুলে দিয়োনা কুসুম যারে দিয়েছ হেলা ॥

আছে বাহুর বাঁধন তব শয়ন-সাথী,
আমি এসেছি একা আমি চলি একেলা ॥

যবে শুকাল কানন এলে বিধুর পাখী,
লয়ে কাঁটা-ভরা প্রাণ এ কি নিঠুর খেলা ॥

যদি আকাশ-কুসুম পেলি চকিতে কবি,
চল চল মুসাফির, ডাকে পারের ভেলা ॥

(খাম্বাজ-ঠাটের) দুর্গা—আদ্ধা কাওয়ালী

কেমনে রাখি আঁখি-বারি চাপিয়া।
প্রাতে কোকিল কাঁদে, নিশীথে পাপিয়া ॥

এ ভরা ভাঁদরে আমার মরা নদী
উথলি উথলি উঠিছে নিরবধি।
আমার এ ভাঙা ঘটে আমার এ হৃদিতটে
চাপিতে গেলে ওঠে দু'কূল ছাপিয়া ॥

নিষেধ নাহি মানে আমার পোড়া আঁখি
জল লুকাব কত কাজল মাখি' মাখি'।
ছলনা ক'রে হাসি অমনি জলে ভাসি,
ছলিতে গিয়া আসি ভয়েতে কাঁপিয়া ॥

গাঁথিতে ফুলমালা বিঁধে সে কাঁটা হয়ে,
কাঁটার হার গাঁথি—সে আসে ফুল লয়ে।
কবি রে জলধি এ, তাহারে মন দিয়ে
গেলি রে জল নিয়ে জীবন ব্যাপিয়া ॥

———

বারোয়াঁ—কাহার্‌বা

মুসাফির ! মোছ্‌ রে আঁখি-জল
ফিরে চল্‌ আপ্‌নারে নিয়া।
আপনি ফুটেছিল ফুল
গিয়াছে আপ্‌নি ঝরিয়া ॥

রে পাগল ! এ কি দুরাশা,
জলে তুই বাঁধিবি বাসা !
মেটেনা হেথায় পিয়াসা
হেথা নাই তৃষ্ণা-দরিয়া ॥

বরষায় ফুট্‌লনা বকুল
পউষে ফুট্‌বে কি সে ফুল,
এ দেশে ঝরে শুধু ভুল
নিরাশার কানন ভরিয়া ॥

রে কবি, কতই দেয়ালি
জ্বালিলি তোর আলো জ্বালি',
এলনা তোর বনমালি
আঁধার আজ তোরই দুনিয়া ॥

ঝিঁঝিট—কাহার্‌বা

এ নহে বিলাস বন্ধু, ফুটেছি জলে কমল।
এ যে ব্যথা-রাঙা হৃদয় আঁখি-জলে টলমল ॥

কোমল মৃণাল-দেহ ভরেছে কণ্টক-ঘায়
শরণ লয়েছি গো তাই শীতল দীঘির জল ॥

ডুবেছি এ কালো নীরে কত যে জ্বালা সয়ে,
শত ব্যথা ক্ষত লয়ে হইয়াছি শতদল ॥

আমার বুকের কাঁদন তুমি বল ফুল-বাস,
ফিরে যাও, ফেলো না গো শ্বাস
দখিনা বায়ু চপল ॥

ফোটে যে কোন্ ক্ষত-মুখে
কবি রে তোর গীত-সুর,
সে ক্ষত দেখিলনা কেউ,
দেখিল তোরে কেবল ॥

———

সিন্ধু-কাফি-খাম্বাজ—যৎ

আজি এ কুসুম-হার সহি কেমনে!
ঝরিল যে ধূলায় চির-অবহেলায়
কেন এ অবেলায় পড়ে তারে মনে ॥

তব তরে মালা গেঁথেছি নিরালা
সে ভরেছে ডালা নিতি নব ফুলে।
(আজি) তুমি এলে যবে বিপুল গরবে
সে শুধু নীরবে মিশাইল বনে ॥

আঁখি-জলে ভাসি' গাহিত উদাসী
আমি শুধু হাসি' অস্মিয়াছি ফিরে।
(আজি) সুখ-মধুমাসে তুমি যবে পাশে
সে কেন গো আসে কাঁদাতে স্বপনে ॥

কার সুখ লাগি' রে কবি বিবাগী,
সকল তেয়াগি' সাজিলি ভিখারী!
(তুই) কার আঁখি-জলে বেঁচে র'বি ব'লে
ফুলমালা দ'লে লুকালি গহনে ॥

বাহার—মধ্যমান

এই নীরব নিশীথ রাতে
শুধু জল আসে আঁখি-পাতে।
কেন কি কথা স্মরণে রাজে?
বুকে কার হতাদর বাজে?
কোন্ ক্রন্দন্ হিয়া-মাঝে
ওঠে গুমরি' ব্যর্থতাতে
আর জল ভরে আঁখি-পাতে॥

মম ব্যর্থ জীবন-বেদনা
এই নিশীথে লুকাতে নারি।
তাই গোপনে একাকী শয়নে
শুধু নয়নে উথলে বারি।

ছিল সেদিনো এমনি নিশা
বুকে জেগেছিল শত তৃষা,
তারি ব্যর্থ নিশাস মিশা
ওই শিথিল শেফালিকাতে
আর পূরবীর বেদনাতে॥

দেশ-সুরাট—তেতালা

কোন্ মরমীর মরম-ব্যথা আমার বুকে বেদন হানে
জানি গো, সেও জানেই জানে।
আমি কাঁদি তাইতে যে তার ডাগর চোখে অশ্রু আনে,
বুঝেছি তা প্রাণের টানে॥

বাইরে বাঁধি মনকে যত
ততই বাড়ে মর্ম্ম-ক্ষত,
মোর সে ক্ষত ব্যথার মত
বাজে গিয়ে তারও প্রাণে,
কে ক'য়ে যায় কানে কানে॥

উদাস বায়ু ধানের ক্ষেতে ঘনায় যখন সাঁঝের মায়া,
দুই জনারই নয়ন-পাতায় অম্‌নি নামে কাজল-ছায়া।

দুইটী হিয়াই কেমন কেমন—
বদ্ধ ভ্রমর পদ্মে যেমন,
হায়, অসহায় মূকের বেদন
বাজলো শুধু সাঁঝের গানে,
পূবের বায়ুর হুতাশ তানে॥

———

শাওন—কাওয়ালী

আমার আপনার চেয়ে আপন যে জন
খুঁজি তারে আমি আপনায়।
আমি শুনি যেন তার চরণের ধ্বনি
আমারি তিয়াষী বাসনায় ॥

আমারই মনের তৃষিত আকাশে
কাঁদে সে চাতক আকুল পিয়াসে,
কভু সে চকোর সুধা-চোর আসে
নিশীথে স্বপনে জোছনায় ॥

আমার মনের পিয়াল তমালে হেরি তারে স্নেহ-মেঘ-শ্যাম,
অশনি-আলোকে হেরি তারে থির-বিজুলী-উজল অভিরাম।

আমারই রচিত কাননে বসিয়া
পরানু পিয়ারে মালিকা রচিয়া,
সে মালা—সহসা দেখিনু জাগিয়া
আপনারি গলে দোলে হায় ॥

———

গৌড়মল্লার—কাওয়ালী

আজ নতূন করে’ পড়লো মনে মনের মতনে
এই শাঙন সাঁজের ভেজা হাওয়ায় বারির পতনে ॥
কার কথা আজ তড়িৎ-শিখায়
জাগিয়ে গেল আগুন-লিখায়,
ভোলা যে মোর দায় হ’ল হায় বুকের রতনে।
এই শাঙন সাঁজের ভেজা হাওয়ায়, বারির পতনে।

আজ উতল ঝড়ের কাৎরানিতে গুম্‌রে’ ওঠে বুক,
নিবিড় ব্যথায় মূক হয়ে যায় মুখর আমার মুখ।
জলো-হাওয়ার ঝাপ্‌টা লেগে
অনেক কথা উঠ্‌লো জেগে,
পরাণ আমার বেড়ায় মেগে একটু যতনে।
এই শাঙন সাঁজের ভেজা হাওয়ায়, বারির পতনে ॥

শাওন—পোস্তা

আদর-গরগর
বাদর দরদর,
এ তনু ডর ডর
কাঁপিছে থর থর।

নয়ন ঢলঢল
কাজোল-কালো জল
ঝরে লো ঝরঝর॥

ব্যাকুল বনরাজি শ্বসিছে ক্ষণে ক্ষণে,
সজনী! মন আজি গুমরে মনে মনে।

বিদরে হিয়া মম
বিদেশে প্রিয়তম
এ-জনু পাখী সম
বরিষা-জরজর॥

কীর্ত্তন

কেন প্রাণ ওঠে কাঁদিয়া
কাঁদিয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া গো।
আমি যত ভুলি ভুলি করি
তত আঁকড়িয়া ধরি, তত মরি সাধিয়া,
সাধিয়া সাধিয়া সাধিয়া গো।

শ্যামের সে রূপ ভোলা কি যায়
নিখিল শ্যামল যার শোভায়।
আকাশে সাগরে বনে কান্তারে
লতায় পাতায় সে রূপ ভায়।

আমার বঁধুর রূপের ছায়া বুকে ধরি'
আকাশ-আরশি নীল গো,
বহে ভুবন প্লাবিয়া কালারে ভাবিয়া
কালো সাগর-সলিল গো।

আমার শ্যামেরে কাজল পরাইতে মেঘ
ঝু'রে ঝু'রে ঘুরে গগনে।
আমার শ্যামের মুকুট-চূড়া হয়ে শিখী
নেচে ফেরে বন-ভবনে।
সখি গো—
সখি নিখিল তারে ধেয়ায় গো।
এই রাধিকার পারা কোটি শশী তারা
তার নীল বুকে লুটায় গো।
যদি ফুল হয়ে ফুটি তরু-শাখে
সে যে পল্লব হয়ে ঘিরে থাকে।
যদি একাকিনী চলি বনতলে
সে যে ছায়া হয়ে পিছে পিছে চলে।
যদি একা ঘরে মোর দীপ জ্বালি
আসে আঁধারের রূপে বনমালি।
সখি গো—
আমার কলঙ্কী চাঁদ।
তার কলঙ্ক চেয়ে জ্যোৎস্না বেশী
কলঙ্ক তার দেখে কে।
লোকে আমার চাঁদে কলঙ্কী কয়
জ্যোৎস্না তাহারি মেখে।

আমি তারির লাগি'—
আমি কুমুদিনী হয়ে জলে ডুবে রই তারির লাগি।
আমি চকোরিনী হয়ে নিশীথ জাগি তারির লাগি।
আমার প্রাণের সাগরে জোয়ার জাগে চাঁদের লাগি।
রাতে রবির কিরণ শরণ মাগে চাঁদের লাগি।
আমার কলঙ্কী চাঁদ।
আমি যেদিকে তাকাই হেরি ও রূপ কেবল,
সে যে আমারি মাঝারে রহে করি' নানা জল।
সে যে বেণী হয়ে দুলে পিঠে চপল চতুর।
সে যে আঁখির তারায় হাসে কপট নিঠুর।
সখি গো—
সখি আঁখি মোর বিবাদী হ'ল
কালো রূপে সেও ছলে।
আমার চোখের জল বিবাদী হ'ল
সেও কালার রূপে গলে।
আমার বুকের কথা চোখে এল
চোখের জল সই সেও কালো।
সখি লো মোর মরণ ভালো!
সে যে আঁখিপাতা হয়ে থাকে ঘিরিয়া আঁখি,
বনে বনে ডাকে তারি আঁখি কোয়েলা পাখী।

কাঁদে ফাল্গুনে গুণ্ গুণ্ ফুল-ভোমরা,
বন- হরিণীর চোখে তারি কাজল পরা।
তারে কেমনে ভুলিব।
হায় সখি কেমনে ভুলিব।

আমার অঙ্গ জড়ায়ে দুলে সে রঙ্গে
সাড়ি সে নীলাম্বরী গো।
আমি কূল ছাড়িয়াছি আজ দেখি সখি
দুকুল লইয়া মরি গো।
আমার বসন ভূষণ তারির সখা
কেমনে তায় ভুলিব।
থাকে কবরী-বন্ধে কালো ডোর হয়ে
কাল্‌ফণী কালো কেশে গো।
থাকে কপালের টিপে, চোখের কাজলে,
কপোলের তিলে মিশে গো।

আমার একূল ওকূল দু'কূল গেল।
আমার কুলে সই পড়িল কালি
সেও কালো রূপে এল।
আমার কপালের কলঙ্ক-তিলক
সেও কালার রূপে এল।

রাখি কি দিয়া মন বাঁধিয়া,
আমার সকলি ভাসিল সখি
কালো যমুনারি জলে
সকলি ভাসিল—
রাখি কি দিয়া মন বাঁধিয়া
বাঁধিয়া বাঁধিয়া বাঁধিয়া গো ॥

———

কীর্ত্তন

আমি কি সুখে লো গৃহে রব।
আমার শ্যাম হ'ল যদি যোগী ওলো সখি
আমিও যোগিনী হব ॥
সে আমারই ধেয়ান করিত গো সদা
তার সে ধ্যান ভাঙিল যদি,
ওলো সে ভোলে ভুলুক, আমি ঐ রূপ
ধেয়াইব নিরবধি।
আমি যোগিনী হব !
শ্যাম যে তরুর মূলে বসিবে লো ধ্যানে
সেথা আঁচল বিছায়ে রব।
আমি ধূলায় বস্‌তে দিব না সই,
তার সোনার অঙ্গ মলিন হবে
ধূলায় বস্‌তে দিব না সই।
কুয়াশায় চাঁদ পড়্‌বে ঢাকা
সহিতে পারিব না সই।

সখি ধূলাই যদি সে মাগে,
আমি আপনি হইব রাঙা পথ-ধূলি
বঁধুয়ার অনুরাগে।
শ্যাম যে পথ দিয়ে চলে যাবে
সেই পথের ধূলি হব,

সে চ'লে যেতে দ'লে যাবে
সেই সুখে লো ধূলি হব।

হব ভিক্ষার ঝুলি, শ্যাম লবে তুলি
বাহুতে আমারে জড়ায়ে,
সখি আমার বেদনা-গৈরিক-রাঙা
বাস দেব তারে পরায়ে।
নবীন যোগীরে সাজাইব আমি,
আমার প্রাণের গোধূলি-বেলার
রঙে রঙে তারে রাঙাইব আমি।

সখি তার অনাদর-আগুনে জ্বালায়ে
পোড়াব লাবণী মোর,
ওলো তারির হাতের আঘাতে আঘাতে
হবে এ দেহ কঠোর।

আমার এ তনু শুকাবে গভীর অভিমানের জ্বালা,
আমি তাই দিয়ে তার হব গলায় রুদ্রাক্ষেরই মালা।

আমি শ্যামের গলার মালা হব,
আমি জীবনে পেয়েছি জ্বালা শুধু সখি,
ম'রে এবার মালা হব।

আমার চোখের জলে বইবে নদী,
আমি নদী হয়ে কেঁদে যাব
চরণে তার নিরবধি।
আমি কি সুখে লো গৃহে রব
আমার শ্যাম হ'ল যদি যোগী ওলো সখি
আমিও যোগিনী হব ॥

বাউল—খেমটা

নিরুদ্দেশের পথে যেদিন প্রথম আমার যাত্রা হ'ল শুরু,
নিবিড় সে কোন্ বেদনাতে ভয়-আতুর এ বুক কাঁপ্‌লো
দুরু দুরু ॥
মিটলোনা ভাই চেনার দেনা, অম্‌নি মুহুর্মুহু
ঘর-ছাড়া ডাক কর্‌লে শুরু অথির বিদায়-কুহু—
"উহু উহু উহু !"
হাতছানি দেয় রাতের শাঙন,
অম্‌নি বাঁধে ধর্‌লো ভাঙন,
ফেলিয়ে বিয়ের হাতের কাঙন—
আমি খুঁজি কোন্ আঙনে কাঁকন বাজে গো !
বেরিয়ে দেখি, ছুট্‌ছে কেঁদে বাদ্‌লী হাওয়া হু হু,
মাথার ওপর দৌড়ে টাঙন, ঝড়ের মাতন,
দেয়ার গুরু গুরু।
পথ হারিয়ে কেঁদে ফিরি, "আর বাঁচিনে !
কোথায় প্রিয় কোথায় নিরুদ্দেশ ?"
কেউ আসেনা, মুখে শুধু ঝাপ্‌টা মারে
নিশীথ-মেঘের আকুল চাঁচর কেশ !

'তালবনা'তে ঝঞ্ঝা তাথৈ হাততালি দেয়, বজ্র বাজে তূরী,
মেখ্‌লা ছিঁড়ি পাগ্‌লী মেয়ে বিজ্‌লী-বালা নাচায়
হীরের চুড়ি ঘুরি' ঘুরি' ঘুরি'
(ওসে) সকল আকাশ জুড়ি' !
থাম্‌লো বাদল-রাতের কাঁদা,
ভোরের তারা কনক-গাঁদা,
ফুট্‌লো, ও মোর টুট্‌লো ধাঁধা—
হঠাৎ ও কার নূপুর শুনি গো !
থাম্‌লো নূপুর, ভোরের-তারাও বিদায় নিল ঝুরি' !
এখন চলি সাঁজের বধূ সন্ধ্যাতারার চলার পথে গো !
আজ অস্তপারের শীতের বায়ু কানের কাছে
বইছে ঝুরু ঝুরু ॥

———

বাউল—খেম্‌টা

ঐ ঘাসের ফুলে মটর-শুঁটির ক্ষেতে
আমার এ-মন-মৌমাছি ভাই উঠেছে আজ মেতে ॥

এই রোদ্-সোহাগী পউষ-প্রাতে
অথির প্রজাপতির সাথে
বেড়াই কুঁড়ির পাতে পাতে পুষ্পল মৌ খেতে।
আমি আমন ধানের বিদায়-কাঁদন শুনি মাঠে রেতে ॥

আজ কাশ-বনে কে শ্বাস ফেলে যায় মরা নদীর কূলে,
ও তার হল্‌দে আঁচল চল্‌তে জড়ায় অড়হরের ফুলে !
ঐ বাব্‌লা-ফুলে নাক-ছাবি তার,
গায় সাড়ি নীল অপ্‌রাজিতার,
চলেছি সেই অজানিতার উদাস পরশ পেতে।
আমায় ডেকেছে সে চোখ-ইসারায় পথে যেতে যেতে ॥

ঐ ঘাসের ফুলে মটর-শুঁটীর ক্ষেতে
আমার এ-মন-মৌমাছি ভাই উঠেছে তাই মেতে ॥

ভৈরবী-আশাবরী-ভূপালী—কাহার্‌বা

রংমহলের রংমশাল মোরা আমরা রূপের দীপালী।
রূপের কাননে আমরা ফুলদল কুন্দ মল্লিকা শেফালি ॥

রূপের দেউলে আমি পূজারিণী,
রূপের হাটে মোর নিতি বিকি কিনি,
নৌবতে আমি প্রাতে আশাবরী
আমি সাঁঝে কাঁদি ভূপালী ॥

আমি শরম-রাঙা চোখের নেশা,
লাল শারাব আমি আঙুর-পেশা,
আঁখি-জলে গাঁথা আমি মোতি-মালা,
দীপাধারে মোরা প্রাণ জ্বালি ॥

বাউল—দাদ্‌রা

কোন্ সুদূরের চেনা বাঁশীর ডাক শুনেছিস্ ওরে চখা ?
ওরে আমার পলাতকা !
তোর প'ড়লো মনে কোন্ হারা ঘর,
স্বপন-পারের কোন্ অলকা ?
ওরে আমার পলাতকা ॥

তোর জল ভ'রেচে চপল চোখে,
বল্ কোন্ হারা-মা ডাক্‌লো তোকে রে ?
ঐ গগন-সীমায় সাঁঝের ছায়ায়
হাতছানি দেয় নিবিড় মায়ায়—
উতল পাগল ! চিনিস্ কি তুই চিনিস্ ওকে রে ?
যেন বুক ভরা ও' গভীর স্নেহে ডাক দিয়ে যায়, আয়,
ওরে আয় আয় আয়,
কোলে আয় রে আমার দুষ্টু খোকা !
ওরে আমার পলাতকা ॥'

দখিন্ হাওয়ায় বনের কাঁপনে—
দুলাল আমার ! হাত-ইশারায় মা কি রে তোর
ডাক দিয়েছে আজ ?
এত দিনে চিন্‌লি কি রে পর ও আপনে !
নিশিভোরেই তাই কি আমার নাম্‌লো ঘরে সাঁঝ !
ধানের শীষে, শ্যামার শিশে—
যাদুমণি ! বল্ সে কিসে রে,
তুই শিউরে চেয়ে ছিঁড়্‌লি বাঁধন !
চোখ-ভরা তোর উছ্‌লে কাঁদন রে !
তোরে কে পিয়ালো সবুজ-স্নেহের কাঁচা বিষে রে !
যেন আচম্‌কা কোন্ শশক-শিশু চম্‌কে ডাকে হায়,
"ওরে আয় আয় আয়—
বনে আয় ফিরে আয় বনের সখা !"
ওরে চপল পলাতকা ॥

— ——

ভাটিয়ালী—কাহার্‌বা

আমার গহীন জলের নদী।
আমি তোমার জলে রইলাম ভেসে জনম অবধি ॥
তোমার বানে ভেসে গেল আমার বাঁধা ঘর,
চরে এসে বস্‌লাম রে ভাই ভাসালে সে চর।
এখন সব হারায়ে তোমার জলে রে
আমি ভাসি নিরবধি ॥

আমার ঘর ভাঙিলে ঘর পাব ভাই
ভাঙ্‌লে কেন মন,
হারালে আর পাওয়া না যায় মনের রতন।
জোয়ারে মন ফেরেনা আর রে
(ও সে) ভাটিতে হারায় যদি ॥

তুমি ভাঙ যখন কুল রে নদী
ভাঙ একই ধার,
আর মন যখন ভাঙ রে নদী
দুই কূল ভাঙ তার।
চর পড়ে না মনের কূলে রে
একবার সে ভাঙে যদি ॥

———

ভাটিয়ালী—কার্‌ফা

আমার “সাম্পান” যাত্রী না লয়
ভাঙা আমার তরী।
আমি আপনারে লয়ে রে ভাই এপার ওপার করি॥
আমায় দেউলিয়া করেছে রে ভাই যে নদীর জল
আমি ডুবে দেখ্‌তে এসেছি ভাই সেই জলেরি তল।
আমি ভাস্‌তে আসি, আসিনি কো কামাতে ভাই কড়ি॥
আমি এই জলেরি আয়নাতে ভাই দেখেছিলাম তায়
এখন আয়না আছে প’ড়ে রে ভাই আয়নার মানুষ নাই।
তাই চোখের জলে নদীর জলে রে
আমি তারেই খুঁজে মরি॥
আমি তারির আশায় “সাম্পান” লয়ে ঘাটে ব’সে থাকি,
আমার তারির নাম ভাই জপমালা তারেই কেঁদে ডাকি।
আমার নয়ন-তারা লইয়া গেছে রে
নয়ন নদীর জলে ভরি॥
ঐ নদীর জলও শুকায় রে ভাই সে জল আসে ফিরে
আর মানুষ গেলে ফিরেনা কি দিলে মাথার কিরে।
আমি ভালোবেসে গেলাম ভেসে গো
আমি হলাম দেশান্তরী॥

বাউল—লোফা

পউষ এলো গো !
পউষ এলো অশ্রু-পাথার হিম-পারাবার পারায়ে।
ঐ যে এলো গো—
কুজ্ঝটিকার ঘোম্‌টা-পরা দিগন্তরে দাঁড়ায়ে॥
সে এলো আর পাতায় পাতায় হায়
বিদায়-ব্যথা যায় গো কেঁদে যায়,
অস্ত-বধূ (আ—হা) মলিন চোখে চায়
পথ-চাওয়া দীপ সন্ধ্যা-তারায় হারায়ে॥

পউষ এলো গো—
এক বছরের শ্রান্তি পথের, কালের আয়ু-ক্ষয়,
পাকা ধানের বিদায়-ঋতু, নতুন আসার ভয়।
পউষ এলো গো ! পউষ এলো—
শুক্‌নো নিশাস্‌, কাঁদন-ভারাতুর
বিদায়-ক্ষণের (আ—হা) ভাঙা গলার স্বর—
ওঠ পথিক ! যাবে অনেক দূর
কালো চোখের করুণ চাওয়া ছাড়ায়ে॥

—

বাউল—কাফ্ৰ্‌া

বেলা-শেষে উদাস পথিক ভাবে
সে যেন কোন্ অনেক দূরে যাবে—
উদাস পথিক ভাবে।

'ঘরে এস' সন্ধ্যা সবায় ডাকে,
'নয় তোরে নয়' বলে একা তাকে ;
পথের পথিক পথেই ব'সে থাকে,
জানেনা সে কে তাহারে চা'বে—
উদাস পথিক ভাবে।

বনের ছায়া গভীর ভালোবেসে
আঁধার মাথায় দিগ্‌বধূদের কেশে,
ডাক্‌তে বুঝি শ্যামল মেঘের দেশে
শৈলমূলে শৈলবালা নাবে—
উদাস পথিক ভাবে।

বাতি আনে রাতি আনার প্রীতি,
বধূর বুকে গোপন সুখের ভীতি,
বিজন ঘরে এখন যে গায় গীতি,
এক্‌লা থাকার গানখানি সে গাবে—
উদাস পথিক ভাবে।

হঠাৎ তাহার পথের রেখা হারায়
গহন ধাঁধাঁর আঁধার-বাঁধা কারায়,
পথ-চাওয়া তার কাঁদে তারায় তারায়
আর কি পূবের পথের দেখা পাবে—
উদাস পথিক ভাবে।

টোড়ি—তেওড়া

আমি ছন্দ ভুল চির-সুন্দরের নাট-নৃত্যে গো।
আমি অপ্সরা-মায়া ধ্যান ভঙ্গের
যোগী মহেন্দ্রের চিত্তে গো ॥
আমি পঞ্চশর-তূণে রক্তমাখা শর,
অমৃত-পাত্রে গো স্মর-গরল খর,
আমি উর্ব্বশীর খল-চরণ-নূপুর,
উদাসিনী দেব-বিত্তে গো ॥

———

হিন্দোলী—সাদ্রা

হিন্দোলি' হিন্দোলি'
ওঠে নীল সিন্ধু।
গগনে উঠিল তার
কোন্ পূর্ণ ইন্দু ॥
শত শুক্তি-আঁখি দিয়া
পিইছে চাঁদ-অমিয়া,
শিশির রূপে ঝরিয়া
পড়ে জ্যোৎস্না-বিন্দু ॥

———

হিন্দোল—গীতাঙ্গী.

ঝুলে চরাচর হিন্দোল-দোলে !
বিশ্বরমা দোলে বিশ্বপতি কোলে ॥

গগনে রবি শশী গ্রহ তারা ঝুলে,
তড়িত-দোলনাতে মেঘ ঝুলন ঝুলে।
বরিষা-শতনোরি
ঝুলিছে মরি মরি,
ঝুলে বাদল-পরী
কেতকী-বেণী খোলে ॥

নদী-মেখলা দোলে, দোলে নটিনী ধরা,
ঝুলে আলোক নভ-চন্দ্রাতপ ভরা।

করিয়া জড়াজড়ি দোলে দিবস নিশা,
দোলে বিরহ-বারি, দোলে মিলন-তৃষা।
উমারে ল'য়ে বুকে
শিব ঝুলিছে সুখে,
দোলে অপরূপ
রূপ-লহর তোলে ॥

———

মালকোষ—গীতাঙ্গী

গরজে গম্ভীর গগনে কম্বু।
নাচিছে সুন্দর নাচে স্বয়ম্ভূ ॥

সে-নাচ-হিল্লোলে জটা-আবর্ত্তনে
সাগর ছুটে আসে গগন-প্রাঙ্গনে।
আকাশে শূল হানি'
শোনাও নব বাণী,
তরাসে কাঁপে প্রাণী
প্রসীদ শম্ভু ॥

ললাট-শশী টলি' জটায় পড়ে ঢলি,
সে-শশী-চমকে গো বিজুলি ওঠে ঝলি।
ঝাঁপে নীলাঞ্চলে মুখ দিগঙ্গনা,
মূরছে ভয়-ভীতা নিশি নিরঞ্জনা।
আঁধারে পথ-হারা
চাতকী কেঁদে সারা,
যাচিছে বারিধারা
ধরা নিরম্বু ॥

যোগিয়া—ঝাঁপতাল

সাজিয়াছ যোগী বল কার লাগি'
তরুণ বিবাগী।
হের তব পায়ে
কাঁদিছে লুটায়ে
নিখিলের প্রিয়া
তব প্রেম মাগি'
তরুণ বিবাগী॥
ফাল্গুন কাঁদে
দুয়ারে বিষাদে
খোলো দ্বার খোলো!
যোগী, যোগ ভোলো!
এত গীত হাসি
সব আজি বাসি,
উদাসী গো জাগো!
নব অনুরাগে
জাগো অনুরাগী
তরুণ বিবাগী॥

———

দেশ—গীতাঙ্গী

কে শিব-সুন্দর শরত-চাঁদ-চূড়
দাঁড়ালে আসিয়া এ অঙ্গনে।
পীড়িত নর-নারী আসিল গেহ ছাড়ি'
ভরিল নভোতল ক্রন্দনে ॥

বেদনা-মন্দিরে আরতি বাজে তব,
কে তুমি সুন্দর শ্মশান-চারী নব,
দিগ্‌দিগন্তরে জীবন-উৎসব-
শঙ্খ শুনি তব আগমনে ॥

মৃত্যু-জয়ী তুমি হওনি সুধা পিয়ে,
দুখেরে দহিয়াছ বিষের দাহ দিয়ে।
ভূষণ করি' ফণী আদরে দিয়ে দোলা
কি মণি পেলে বল ওগো ও চির-ভোলা !

কভু সে ডম্বরু বাজাও অম্বরে,
প্রলয়-নর্ত্তন জাগে চরাচরে,
ললাট-জ্বালা-পাশে
চন্দ্র-লেখা হাসে
নবীন সৃষ্টির হরষণে ॥

পতিতা গঙ্গারে ধরিলে নিজ শিরে,
কন্যারূপে তাই পেলে কি ভারতীরে,
স্বরগ এল নেমে মরতে তব প্রেমে,
নমামি দেব-দেব ও-চরণে ॥

কীর্ত্তন

আমি তুরগ ভাবিয়া মোরগে চড়িনু
সে লইল মিঞার ঘরে।
আমার কালী মা ছাড়ায়ে কলেমা পড়ায়ে
বুঝি মুসলিম করে॥
আমায় বুঝি মুসলিম করে গো—
মুর্গীর লোভে দর্গায় এসে
বুঝি টিকি মোর হরে গো!
আমার শিখা ক'রে দূর রেখে দেবে নূর,
জবাই করিবে পরে গো!

আমি বাসব ভাবিয়া রাসভে পূজিনু
স্বর্গে যাইতে সোজা;
সে যে লয়ে এঁদো ঘাটে আছড়ায় পাটে
ভাবিয়া ধোবির বোঝা!
হ'ল হিতে-বিপরীত সবি গো!
আমি ভবানী বলিয়া করিতে প্রণাম
হেরি বাগ্‌দিনী ভবী গো!
আমি শীতল হইতে চাহিনু, অনিল শীতলা-
বাহনে ধোবি গো!

বাবা শিবের বাহন বলিয়া বৃষভ-
লাঙুল ঠেকানু ভালে,
হায় নিলনা সে পূজা, শিং দিয়ে সোজা
গুঁতায়ে ফেলিল খালে !
আমার কপাল এমনি পোড়া গো !
আমি শালগ্রাম ভেবে রাখিনু চক্ষে
হেরি ঝাল-মাখা নোড়া গো !
আমার ভাগ্য বেজায় ফুটো গো,
বাঁকা অঙ্গ হেরিয়া জড়ায়ে ধরিতে
হেরি ত্রিভঙ্গ খুঁটো গো !

আমার মহিষী-গৃহিণী খুসী হবে ভেবে
মহিষ কিনিয়া আনি,
বাবা মরি এবে ত্রাসে শিং নেড়ে আসে
মহিষ, মহিষীরাণী !
আমি কেমনে জীবন ধরি গো !
আমি হরি বোল বলে' ডাকিতে হরিরে
হয়ে যায় "বল হরি" গো ॥

কীর্ত্তন

যদি শালের বন হ'ত শালার বোন,
আর কনে' বৌ হ'ত ঐ গৃহেরই কোণ!

.ছেড়ে যেতাম না গো,
আঁখর আমি থাকিতাম প'ড়ে শুধু, খেতাম না গো!
আমি ঐ বনে যে হারিয়ে যেতাম!

ঐ বৃন্দাবনে চারিয়ে যেতাম!
ঐ মাকুন্দ হ'ত যদি কুন্দবালা,
হ'ত দাড়িম্ব-সুন্দরী দাড়িওয়ালা!

আমি ঝু'লে যে পড়িতাম।
আঁখর দাড়ি ধ'রে তার ঝু'লে যে পড়িতাম!
দুগ্গা ব'লে আমি ঝু'লে যে পড়িতাম!

হ'ত চিম্‌টি শালীর যদি বাব্‌লা কাঁটা,
আর সর-বন হ'ত তার খ্যাংরা ঝাঁটা!

বিষ ঝেড়ে যে দিত তোর
তুয়ার্কি খ্যাংরা মেরে বিষ ঝেড়ে যে দিত তোর!

যদি একই শালী দিলে গো মা কালী,
সে যে শালী নয় শালী নয় সে যে বিশালী, মা!
বিশাল বপু তার বিশালী কালিমা!

(শালী নয় শালী নয়!)

সর্দা-আইন

(বেহাগ-দাদ্‌রা)

কোরাস্ :—

ডুবু ডুবু ধর্ম্ম-তরী, ফাট্‌ল মাইন সর্‌দা'র।
সামাল সামাল পড়্‌ল সাড়া ব-মাল মেয়ে মর্দ্দার ॥

এ কোন্ এ বালাই, এবে পালাই বল কোন্ দেশ,
গাছের নীচে ঘ'ড়েল্ শেয়াল, কাকের মুখে সন্দেশ!
কন্যা-ডোবা বন্যা এল, ভাস্‌ল বুঝি ঘর দ্বার ॥

আয়েস্ ক'রে ধুম্‌ড়ো মেয়ের বাড়্‌বে বয়েস চৌদ্দ
বাপের বুকের তপ্ত-খোলায়? দিব্যি গেয়ান-বোধ ত!
হদ্দ হ'লেন বৌদি ভেবে, ছাড়্‌ল নাড়ী বড়্‌দা'র ॥

দিব্যি স্বর্গ মার্গে যেত গৌরী-দানের মার্‌ফৎ
যমের যমজ জামাতৃকে লিখে দিয়ে ফার্‌খত্!
(হ'ল) নৈকশ্য কস্য এখন, জাত গেল "মেল-খড়্‌দা"র ॥

দেব্‌তা বুড়ো শিব যে মাগেন আট-বছরী নাত্‌নি,
চতুর্দ্দশী মুক্তকেশী—ক'নে নয়, সে হাত্‌নী!
পুঁটুলি নয়—এঁটুলি সে, কিম্বা পুলিশ-সর্দ্দার ॥

সিঙ্গি-চড়া ধিঙ্গী মেয়ে বৌ হবে কি ? বাপ্ রে !
প্রথম প্রণয়-সম্ভাষণেই হয়ত দিবে থাপ্ড়ে !
লাফ দিয়ে সে বাইরে যাবে ঝাঁপ খুলে ঐ পর্দ্দার ॥

সম্বন্ধ ভুলে শেষে যা তা ব'লে ডাক্‌ব ?
বধূ ত নয়, যজুর পিশি ! কোথায় তারে রাখ্‌ব ?
ধর্ম্মিণী নয়, জার্ম্মাণী শেল ! গো-স্বামী, খবর্‌দার !!

টাকাতে নয়, ভাব্‌নাতে শেষ মাথাতে টাক পড়্‌বে !
যোদ্ধা বামা গুটিয়ে জামা কথায় কথায় লড়্‌বে,
সেই পাবে না সেমিজ, বডিস্, কৌটো পানের জর্দ্দার ॥

স্বামীকে সে বল্‌বেনা, নাথ, রাখ্‌বেনা মান দুর্গার,
হয়ত কবে বল্‌বে, "পিও, ঝোল রেঁধেছি মুর্গার !"
আন্‌বে কে বাপ গুর্খা-সেপাই দন্ত-নখর-বর্দ্দার ॥

গেট্‌মিটিয়ে কইবে কথা, কট্‌মটিয়ে চাইবে,
"বামা" সে নয়, "ডাইনে" সে যে, ডাইনে সদা ধাইবে !
নিতুই নিতুই চাইবে যেতে সিম্‌লা শিলং হর্‌দ্বার ॥

ভেবেছিলাম জাত নিয়েছিস্, জাতিটা নয় যাক্‌গে,
গৃহিণীরূপ গ্রহণী রোগ, তাও ছিল শেষ ভাগ্যে !
দোক্তা ফেলে গিনি ভাবেন, কর্ত্তা করেন ঘর-বার ॥

হিন্দোল--কাওয়ালী

নাচে মাড়োবার-লালা, নাচে তাকিয়া।
(নাচে) ভোঁদড় হিন্দোলে ঝোঁপে থাকিয়া ॥

পায়জামা প'রে যেন নাচে গাণ্ডার,
নাচে সাড়ে পাঁচমনী ভুঁড়ি পাণ্ডার,
গঙ্গার ঢেউ নাচে বয়া ঝাঁকিয়া ॥

গামা নাচে, ধামা নাচে, মুট্‌কি নাচে,
জামা পরি' ভল্লুক নাচিছে গাছে।
ঝগ্‌ড়েটে বামা নাচে থিয়া তাথিয়া ॥

"ছোট মিঞা" "বড় মিঞা" ডাকি' কোলা ব্যাং
থাপুস্‌ থুপুস্‌ নাচে, নড়বড় ঠ্যাং!
(নাচে) গুজরাতী হস্তিনী কাদা মাখিয়া ॥

প্যাক্ট্

কোরাস্ ঃ—
বদনা গাড়ুতে গলাগলি করে, নব প্যাক্টের আশ্ নাই।
মুসলমানের হাতে নাই ছুরি, হিন্দুর হাতে বাঁশ নাই ॥

আঁটসাঁট ক'রে গাঁট-ছড়া বাঁধা হ'ল টিকি আর দাড়িতে,
বজ্র আঁটুনী ফস্কা গেরো? তা হয় হোক তাড়াতাড়িতে!
একজন যেতে চাহিবে সমুখে, অন্যে টানিবে পিছনে,
ফস্কা সে গাঁঠ্ হয়ে যাবে আঁট সেই টানাটানি ভীষণে ॥

বুকে-বুকে মিল হ'লনাকো,
মিল হ'ল পিঠে পিঠে? তাই সই!
মিঞা কন, "কোথা দাদা মোর?"
আর বাবু কন, "মিঞাভাই কই?"
বাবু দেন মেখে দাড়িতে খেজাব, মিঞা চৈতনে তৈল,
চার চোখে করে আড়া-চোখা-চোখী, কি মধু-মিলন হইল!

বাবু কন, "দ্যাখো, তোমারে তুষিতে খাই নিষিদ্ধ কুঁক্ড়ো।"
মিঞা কন, "মিল আরো জমে দাদা, যদি দাও দুটো
টুক্রো!
মোদের মুর্গী রামপাখী হ'ল, দাদা, তাও হ'ল শুদ্ধি?
গেছে বাদ্শাহী, মুর্গিও গেল, আর কার জোরে যুদ্ধি'!"

বাবু কন, "পরি লুঙি বি-কচ্ছ তোমাদের দিল্ তুষিতে!"
মিঞা কন, "কেজে রাখি চৈতনী-ঝাণ্ডা সেই সে খুশীতে!
বহু মিঞাভাই বসবাস করে তোমাদের বারাণসীতে,
(আর) বাত হ'লে ভাই ভাত খাইনাকো
আজো তাই একাদশীতে!

বাবু কন, "মোরা চটিকা ছাড়িয়া সেলিমী নাগ্রা ধরেছি"
মিঞা কন,"গরু জবাই-এর পাপ হ'তে তাই দাদা তরেছি।"
বাবু ক'ন, "এত ছাড়িলেই যদি ছেড়ে দাও খাওয়া বড়টা।"
মিঞা ক'ন, "দাদা, মুর্গী ত নাই, কি দিয়া খাইব পরটা!"

বাবু ক'ন, "গরু কোর্‌বাণী করা ছেড়ে দাও যদি
মিঞা ভাই,
(তোরে) সিনান করায়ে সিঁদুর পরায়ে মা'র
মন্দিরে নিয়া যাই।"
মিঞা কন, "যদি আল্লা মিঞারে নাহি শোনাও ও হরিনাম,
বন্দের সাথে (ছাড়িব তোমারে), যা হয় হবে সে পরিণাম।"

"সারা রারা রারা" সহসা অদূরে উঠিল হোরির হর্‌রা,
শম্ভু ছুটিল বম্বু তুলিয়া, ছকু মিঞা নিল ছোর্‌রা!
লাগে টানাটানি হেঁইয়ো হাঁইয়ো, টিকি দাড়ি ওড়ে শূন্যে,
ধর্ম্মে ধর্ম্মে কোলাকুলি করে আহা প্যাক্টেরি পুণ্যে!

বদ্‌না গাড়ুতে পুনঃ ঠোকাঠুকি, রোল উঠিল "হা হন্ত",
উচ্চে থাকিয়া সিঙ্গি মাতুল হাসে ছিরকুটি' দন্ত!
মস্‌জিদ পানে ছুটিলেন মিঞা, মন্দির পানে হিন্দু,
আকাশে উঠিল চির-জিজ্ঞাসা, করুণ চন্দ্রবিন্দু॥

কেদারা হাম্বীর—কাওয়ালী

ঝঞ্ঝার ঝাঁঝর বাজে ঝনঝন।
বনানী-কুন্তল এলাইয়া ধরণী
কাঁদিছে পড়ি চরণে শনশন শনশন ॥

দোলে ধূলি-গৈরিক-পতাকা গগনে,
বামের কেশে নাচে ধূর্জ্জটী সঘনে।
হর-তপোভঙ্গের ভুজঙ্গ নয়নে,
সিন্ধুর মঞ্জীর চরণে বাজে
রনরন রনরন ॥

ধবলশ্রী—মধ্যমান

নাইয়া, কর পার !
কূল নাহি, নদী-জল সাঁতার ॥
দুকূল ছাপিয়া জোয়ার আসে,
নামিছে আঁধার; মরি তরাসে !
দাও দাও কূল কূলবধূ ভাসে
নীর পাথার ॥
নাইয়া, কর পার ॥

দেশ— একতালা

মোরা ছিনু একেলা, হইনু দু'জন।
সুন্দরতর হ'ল নিখিল ভুবন॥
আজি কপোত কপোতী শ্রবণে কুহরে,
বীণা বেণু বাজে বন-মর্ম্মরে।
নির্ঝর-ধারে সুধা চোখে মুখে ঝরে,
নতুন জগৎ মোরা করেছি সৃজন॥

মরিতে চাহিনা, পেয়ে জীবন-অমিয়া।
আসিব এ কুটীরে আবার জনমিয়া।
আরো চাই আরো চাই অশেষ জীবন।

আজি প্রদীপ-বন্দিনী আলোক-কন্যা,
লক্ষ্মীর শ্রী লয়ে আসিল অরণ্যা,
মঙ্গল-ঘটে এল নদীজল বন্যা,
পার্ব্বতী পরিয়াছি গৌরী-ভূষণ॥

আশাবরী—কাওয়ালী

(ওগো) নতুন নেশার আমার এ মদ
(বল) কি নাম দেবো এরে বঁধুয়া।
গোপীচন্দন গন্ধ মুখে এর
বরণ সোনার চাঁদ-চুঁয়া॥

মধু হ'তে মিঠে পিয়ে আমার মদ
গোধূলি রং ধরে কাজল-নীরদ,
প্রিয়েরে প্রিয়তম করে এ মদ মম,
চোখে লাগায় নভো-নীল ছোঁওয়া॥

ঝিম্ হয়ে আসে স্থখে জীবন ছেয়ে,
পান্'সে জোছনাতে পান্সি চলে বেয়ে,
মধুর এ মদ নববধূর চেয়ে
আমারি মিতানী এ মহুয়া॥

———

আড়ানা—কাওয়ালী

খোলো খোলো খোলো গো দুয়ার।
নীল ছাপিয়া এল চাঁদের জোয়ার ॥
সঙ্কেত-বাঁশরী বনে বনে বাজে
মনে মনে বাজে।
সাজিয়াছে ধরণী অভিসার-সাজে।
নাগর-দোলায় দুলে সাগর পাথার ॥

জেগে উ'ঠে কাননে ডেকে ওঠে পাখী
চোখ গেল, চোখ গেল, চোখ গেল!
অসহ রূপের দাহে ঝলসি' গেল আঁখি,
চোখ গেল, চোখ গেল, চোখ গেল!

ঘুমন্ত যৌবন, তনু, মন, জাগো!
সুন্দরী, সুন্দর-পরশন মাগো।
চল বিরহিনী অভিসারে বঁধুয়ার ॥

———

বেহাগ ও বসন্ত—একতালা

ভরিয়া পরাণ শুনিতেছি গান
আসিবে আজি বন্ধু মোর।
স্বপন মাখিয়া সোণার পাখায়
আকাশে উধাও চিত-চকোর।
আসিবে আজি বন্ধু মোর॥

হিজল-বিছানো বন-পথ দিয়া
রাঙায়ে চরণ আসিবে গো পিয়া।
নদীর পারে বন-কিনারে
ইঙ্গিত হানে শ্যাম কিশোর।
আসিবে আজি বন্ধু মোর॥

চন্দ্রচূড় মেঘের গায়
মরাল-মিথুন উড়িয়া যায়,
নেশা ধরে চোখে আলোছায়ায়,
বহিছে পবন গন্ধ-চোর।
আসিবে আজি বন্ধু মোর॥

———

দরবারী কানাড়া—কাওয়ালী

আজি ঘুম নহে, নিশি জাগরণ।
চাঁদেরে ঘিরি' নাচে ধীরি ধীরি
তারা অগণন॥

প্রখর-দাহন দিবস-আলো,
নলিনী-দলে ঘুম তখনি ভালো।
চাঁদ চন্দন চোখে বুলালো
খোলো গো নিঁদ-মহল-আবরণ॥

ঘু'রে ঘু'রে গ্রহ, তারা, বিশ্ব, আনন্দে
নাচিছে নাচুনী ঘূর্ণীর ছন্দে।

লুকোচুরি-নাচ মেঘ তারা মাঝে,
নাচিছে ধরণী আলোছায়া-সাজে,
ঝিল্লির ঘুমুর ঝুমু ঝুমু বাজে
খুলি খুলি পড়ে ফুল-আভরণ॥

———

বাগেশ্রী—কাওয়ালী

চাঁদ হেরিছে চাঁদ-মুখ তার সরসীর আরশিতে।
ছুটে তরঙ্গ বাসনা-ভঙ্গ সে অঙ্গ পরশিতে॥

হেরিছে রজনী রজনী জাগিয়া
চকোর উতলা চাঁদের লাগিয়া,
কাঁহা পিউ কাঁহা ডাকিছে পাপিয়া
কুমুদীরে কাঁদাইতে॥

না জানি সজনী কত সে রজনী কেঁদেছে চকোরী পাপিয়া,
হেরেছে শশীরে সরসী-মুকুরে ভীরু ছায়া-তরু কাঁপিয়া।

কেঁদেছে আকাশে চাঁদের ঘরণী
চির-বিরহিনী রোহিণী ভরণী,
অবশ আকাশ বিবশা ধরণী
কাঁদানিয়া চাঁদিনীতে॥

কেদারা—একতালা

আজকে দেখি হিংসা-মদের মত্ত বারণ-রণে
জাগ্‌ছে শুধু মৃণাল-কাটা আমার কমল-বনে ॥

উঠ্‌ল কখন ভীম কোলাহল,
আমার বুকের রক্ত-কমল
কে ছিঁড়িল—বাঁধ-ভরা জল শুধায় ক্ষণে ক্ষণে।
ঢেউ-এর দোলায় মরাল-তরী নাচবেনা আনমনে।

কাঁটাও আমার যায় না কেন, কমল গেল যদি!
সিনান-বধূর শাপ শুধু আজ কুড়াই নিরবধি।

আস্‌বে কি আর পথিক-বালা?
পর্‌বে আমার মৃণাল-মালা?
আমার জলজ-কাঁটার জ্বালা
জ্বল্‌বে মোরই মনে?
ফুল না পেয়েও কমল-কাঁটা বাঁধ্‌বে কে কঙ্কনে ॥

ইমনকল্যাণ—একতালা

পথের দেখা এ নহে গো বন্ধু
এ নহে পথের আলাপন।
এ নহে সহসা পথ-চলাশেষে
শুধু হাতে হাতে পরশন ॥
নিমেষে নিমেষে নব পরিচয়ে
হ'লে পরিচিত মোদের হৃদয়ে,
আসনি বিজয়ী—এলে সখা হয়ে,
হেসে হ'রে নিলে প্রাণ মন ॥
রাজাসনে বসি হওনিকো রাজা,
রাজা হ'লে বসি হৃদয়ে,
তাই আমাদের চেয়ে তুমি বেশী
ব্যথা পেলে তব বিদায়ে।
আমাদের শত ব্যথিত হৃদয়ে
জাগিয়া রহিবে তুমি ব্যথা হয়ে,
হ'লে পরিজন চির-পরিচয়ে—
পুনঃ পাব তব দরশন,
এ নহে পথের আলাপন ॥

ছায়ানট—দাদ্রা

পথিক ওগো চল্‌তে পথে
তোমায় আমায় পথের দেখা।
ঐ দেখাতে দুইটী হিয়ায়
জাগ্‌ল প্রেমের গভীর রেখা॥

এই যে দেখা শরৎ-শেষে
পথের মাঝে অচিন্ দেশে,
কে জানে ভাই কখন্ কে সে
চল্‌ব আবার পথটী একা॥

এই যে মোদের একটু চেনার আবছায়াতেই বেদন জাগে।
ফাগুন হাওয়ার মদির ছোঁওয়া পূবের হাওয়ার কাঁপন লাগে!

হয়ত মোদের শেষ দেখা এই
এম্‌নি ক'রে পথের বাঁকেই,
রইল স্মৃতি চারটী আঁখেই
চেনার বেদন নিবিড় লেখা॥

পরজ—একতালা

পরজনমে দেখা হবে প্রিয়।
ভুলিও মোরে হেথা ভুলিও ॥

এ জনমে যাহা বলা হ'ল না,
আমি বলিব না, তুমিও বলো না।
জানাইলে প্রেম করিও ছলনা,
যদি আসি ফিরে, বেদনা দিও ॥

হেথায় নিমেষে স্বপন ফুরায়,
রাতের কুসুম প্রাতে ঝ'রে যায়,
ভালো না বাসিতে হৃদয় শুকায়,
বিষ-জ্বালা-ভরা হেথা অমিয়।

হেথা হিয়া ওঠে বিরহে আকুলি'
মিলনে হারাই দু' দিনেতে ভুলি',
হৃদয়ে যথায় প্রেম না শুকায়
সেই অমরায় মোরে স্মরিও ॥

———

মধুমাত সারং—কাওয়ালী

মাধবী-তলে চল মাধবিকা-দল
আইল সুখ-মধুমাস।
বহিছে খরতর থর থর মরমর
উদাস চৈতী-বাতাস॥

পিককূল কলকল অবিরল ভাষে,
মদালস মধুপ পুষ্পল বাসে।
বেণু-বনে উঠিছে নিশাস॥

তরুণ নয়ন সম আকাশ আনীল,
তট-তরু-ছায়া ধরে নীর নিরাবিল,
বুকে বুকে স্বপন-বিলাস॥

নাগধ্বনি কানাড়া—মধ্যমান

দেখা দাও, দাও দেখা, ওগো দেবতা।
মন্দিরে পূজারিণী আশাহতা ॥

ধূপ পুড়িয়া গেছে, শুকায়েছে মালা,
বন্ধ হ'ল বা দ্বার, একা কুলবালা।
প্রভাতে জাগিবে সবে, রটিবে বারতা ॥

জাগো জাগো দেবতা শূন্য দেউলে,
আরতি উঠিছে মোর বেদনার ফুলে।
বাণীহীন মন্দির, কহ কহ কথা ॥

আড়ানা—যৎ

বাজায়ে জল-চুড়ি কিঙ্কিণী,
কে চল জল-পথে উদাসিনী ॥

পথিকে ডেকে বল "ছল্ গো ছল ছল"
ছুঁতে উছলে জল গরবিনী ॥

তোমার কোল মাগি' কূলের হতভাগী
রহে ও কূলে জাগি' নিশীথিনী ॥
বুকেতে বহে তরী, চাহ না জল-পরী,
চল সাগরে স্মরি' পূজারিণী ॥

টোড়ি—যৎ

জাগো জাগো, খোলো গো আঁখি।
নিকুঞ্জ-ভবনে তব জাগিল পাখী।
খোলো গো আঁখি

তোমার রাতের ঘুমে
রবির কিরণ চুমে,
বাঁধিল কানন-ভূমে
ফুলের রাখী।
খোলো গো আঁখি ॥

স্বপনে হেরিছ যারে
সে এল পূরব-দ্বারে,
বাতায়ন খুলি তারে
লহ গো ডাকি।
খোলো গো আঁখি ॥

———

(ভজন) ভৈরবী—দাদ্‌রা

ওগো সুন্দর আমার।
সুন্দর আমার, এ কি দিলে উপহার॥

আমি দিনু পূজা ফুল,
বর দিতে দিলে ভুল,
ভাঙিল আমার কূল
তব স্রোতধার॥

গরল দিলে যে এই
অমৃত আমার সেই,
শুকাল নিশি শেষেই
রাতের নীহার।

তোমারি সুখ-ছোঁওয়ায়
ফুটেছে ফুল শাখায়,
তোমারি উতল বায়
ঝরিল আবার॥

রাগশ্রী—কাওয়ালী

জনম জনম গেল আশা-পথ চাহি।
মরু-মুসাফির চলি, পার নাহি নাহি॥

বরষ পরে বরষ আসে যায় ফিরে,
পিপাসা মিটায়ে চলি নয়নের নীরে।
জ্বালিয়া আলেয়া-শিখা
নিরাশার মরীচিকা
ডাকে মরু-কাননিকা শত গীত গাহি॥

এ মরু ছিল গো কবে সাগরের বারি,
স্বপন হেরি গো তারি আজো মরুচারী।
সেই সে সাগর-তলে
যে তরী ডুবিল জলে
সে তরী-সাথীরে খুঁজি মরু-পথ বাহি'॥

———

কাজরী—কার্ফা

এলে কি শ্যামল পিয়া কাজল মেঘে।
চাঁচর চিকুর ওড়ে পবন-বেগে॥

তোমার লাবণী ঝ'রে
পড়িছে অবনী 'পরে,
কদম শিহরে কর-পরশ লেগে॥

তড়িত ত্বরিত পায়ে
বিরহী-আঁখির ছায়ে তরাসে লুকায়
ছুটিতে পথের মাঝে
ঝুমুর ঝুমুর বাজে ঘুমুর দু'পায়।

অশনি হানার ছলে
প্রিয়ারে ধরাও গলে,
রাতের মুকুল কাঁদে কুসুমে জেগে॥

———

পুরীয়া—ত্রিতালী

চল সখি জল নিতে
চল ত্বরিতে।
শ্রান্ত দিনের রবি
ডোবে সরিতে॥

ঘিরিছে আঁধার
তটিনী-কিনার,
গোধূলির ছায়া পড়ে
বন-হরিতে॥

ধেনু-ডাকা বেণু বাজে
বংশী-বটে,
পাখী ওড়ে, আঁকা যেন
আকাশ-পটে।

বধূ ঘাটে যায়,
বঁধু পথে চায়,
চিনি চিনি বাজে চুড়ি
গাগরীতে॥

মল্লার—কাওয়ালী

ঝরিছে অঝোর বরষার বারি।
গগন সঘন ঘোর,
পবন বহিছে জোর,
একাকী কুটীরে মোর রহিতে নারি॥
শিয়রে নিবেছে বাতি,
অন্ধ তমসা রাতি,
গরজে আওয়াজ বাজ গগন-চারী।
চমকিছে চপলা,
জাগি' ভয়-বিভলা একা কুমারী॥

ভূপালী—আদ্ধা কাওয়ালী

আসিলে কে অতিথি সাঁঝে।
পূজার ফুল ঝরে বন-মাঝে॥
দেউল মুখরিত বন্দনা-গানে,
আকাশ-আঁখি চাহে তব পানে।
দোলে ধরাতল
দীপ-ঝলমল,
নৌবতে ভূপালি বাজে॥

মেঘ রাগ—ত্রিতালী (দ্রুতগতি)

ঘেরিয়া গগন মেঘ আসে।
বিহ্বল ধরণী,
দশ দিশি কাঁপে তরাসে॥

বিদ্যুৎ ঝলকে,
ঝামর অলকে,
ঝমঝম ঝাঁঝর
বাজে ঘন আকাশে॥

শিখী নাচে হরষে
বারিধারা বরষে,
চাতক চাতকী
পাগল পিয়াসে॥

বাগেশ্রী—কাওয়ালী

ঘোর তিমির ছাইল
রবি শশী গ্রহ তারা।
কাঁপে তরাসে ভীতা ধরণী
অসীম আঁধারে হারা॥

প্রলয়েশ মহাকাল
এলায়েছে জটাজাল,
নাচিছে ঝড়ের বেগে
সুরধুনী-জলধারা॥

চমকি চমকি ওঠে
চপলা চপল-ফণা,
লুকাইল শিশু-শশী,
মুরছিতা দিগঙ্গনা।
চাতকী চাতক-বুকে
বিভল কাঁদিয়া সারা॥

———

মুলতান—একতালা

কার বাঁশরী বাজে মুলতানী-সুরে
নদী-কিনারে কে জানে।
সে জানে না কোথা সে সুরে
ঝরে ঝর-নির্ঝর পাষাণে॥

একে চৈতালী-সাঁঝ অলস
তাহে ঢলঢল কাঁচা বয়স,
রহে চাহিয়া, ভাসে কলস,
ভাসে হৃদি বাঁশুরিয়া পানে॥
বেণী বাঁধিতে বসি' অঙ্গনে
বধূ কাঁদে গো বাঁশরী-স্বনে।

যারে হারয়েছে হেলা-ভরে
তারে ও সুরে মনে পড়ে,
বেদনা বুকে গুমরি' মরে
নয়ন ঝুরে বাধা না মানে॥

———

পূরবী—একতালা

কে তুমি দূরের সাথী
    এলে ফুল ঝরার বেলায়।
বিদায়ের বংশী বাজে
    ভাঙা মোর প্রাণের মেলায়॥

গোধূলির মায়ায় ভু'লে
এলে হায় সন্ধ্যা-কূলে,
দীপহীন মোর দেউলে
    এলে কোন্ আলোর খেলায়॥

সেদিনো প্রভাতে মোর
    বেজেছে আশাবরী,
পূরবীর কান্না শুনি
    আজি মোর শূন্য ভরি।

অবেলায় কুঞ্জবীথি
এলে মোর শেষ অতিথি,
ঝরা ফুল শেষের গীতি
    দিনু দান তোমার গলায়॥

——

মিয়াকি-মল্লার—কাওয়ালী

আজি এ শ্রাবণ-নিশি কাটে কেমনে।
গুরু দেয়া গরজন কাঁপে হিয়া ঘনঘন
শনশন কাঁদে বায়ু নীপ-কাননে॥

অন্ধ নিশীথ, মন খোঁজে কারে আঁধারে,
অন্ধ নয়ন ঝরে শাওন-বারিধারে।
ভাঙিয়া দুয়ার মম এস এস প্রিয়তম,
শ্বসিছে বাহির ঘর ভেজা পবনে॥

কার চোখে এত জল ঝরে—দিক্ প্লাবিয়া,
সহিতে না পারি' কাঁদে "চোখ গেল" পাপিয়া।

কাহার কাজল-আঁখি চাহি' মোর নয়নে
ঝুরেছিল একা রাতে কবে কোন্ শাওনে,
আজি এ বাদল ঝড়ে সেই আঁখি মনে পড়ে,
বিজলি খুঁজিছে তারে নভ-আঙনে॥

দর্‌বারি কানাড়া—যৎ

স্মরণ-পারের ওগো প্রিয়, তোমায় আমি চিনি যেন।
তোমার চাঁদে চিনি আমি, তুমি আমার তারায় চেন ॥

নতুন পরিচয়ের লাগি
তারায় তারায় থাকি জাগি,
বারে বারে মিলন মাগি
বারে বারে হারাই হেন ॥

নতুন চোখের প্রদীপ জ্বালি চেয়ে আছি নিরিবিলি,
খোলো প্রিয় তোমার ধরার বাতায়নের ঝিলি-মিলি।

নিবাও নিবু-নিবু বাতি,
ডাকে নতুন তারার সাথী,
ওগো আমার দিবস রাতি
কাঁদে বিদায়-কাঁদন কেন।

মুলতান—যৎ

তুমি মলিন বাসে থাক যখন, সবার চেয়ে মানায় !
তুমি আমার তরে ভিখারিণী, সেই কথা সে জানায় !
জানি প্রিয়ে জানি জানি
তুমি হ'তে রাজার রাণী,
খাট্‌ত দাসী বাজ্‌ত বাঁশী
তোমার বালাখানায়।
তুমি সাধ ক'রে আজ ভিখারিণী, সেই কথা সে জানায়।

দেবি ! তুমি সতী অন্নপূর্ণা, নিখিল তোমার ঋণী,
শুধু ভিখারীকে ভালোবেসে সাজ্‌লে ভিখারিণী।
সব ত্যজি' মোর হ'লে সাথী,
আমার আশায় জাগ্‌ছ রাতি,
তোমার পূজা বাজে আমার
হিয়ার কানায় কানায় !
তুমি সাধ ক'রে মোর ভিখারিণী, সেই কথা সে জানায়॥

———